হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 5, Issue No. 9, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, July 2016

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রী-জাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। তার কারণ, পুরুষ তার উপর অত্যাচার করছে। এখন সে শৃগালীর মতো; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হত্যা ও অত্যাচারের প্রতিবাদে

কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল হিন্দু সংহতি-র

হিন্দু সংহতির বিক্ষোভ মিছিলে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের উপর লাগাতার অত্যাচার চলছিল। সম্প্রতি তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। হিন্দু পুরোহিত, বৌদ্ধ ভিক্ষুকে গলা কেটে হত্যা, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীকে হত্যার হুমকি, মন্দিরগুলোতে পুজো বন্ধের নির্দেশ, মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দেওয়া, জোর করে হিন্দুর সম্পত্তি অধিগ্রহণ, হিন্দু নারীকে ধর্ষণ ও জোর করে ধর্মান্তরকরণ—অত্যাচারের সীমা পরিসীমা নেই। এরকম অবস্থায় বাংলাদেশের হিন্দু আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ওপার বাংলার হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবীতে এপার বাংলায় হিন্দু সংহতি এক প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে গত ২৯শে জুন। একইসঙ্গে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এই অত্যাচার বন্ধের বিরুদ্ধে এক ডেপুটেশন জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হিন্দু সংহতি।

২৯ তারিখ বেলা সাড়ে বারোটায় শিয়ালদহ অঞ্চল থেকে হিন্দু সংহতির মিছিল শুরু হয়। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে প্রায় দুই হাজারের বেশি কর্মী সমর্থক এই মিছিলে যোগদান করেছিল। ১২-১০ নাগাদ সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ শিয়ালদহে এসে পৌঁছান। প্রথমে তিনি আজকের মিছিলের তাৎপর্য কর্মী সমর্থকদের বুঝিয়ে দেন। তাঁর কথা শুনতে পথচলতি বহু মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েন। ঠিক সাড়ে বারোটায় বিক্ষোভ মিছিল শিয়ালদহ থেকে বাংলাদেশ হাইকমিশনের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু মিছিল মৌলালী পেরিয়ে সেন্ট জেমস্ স্কুলের কাছে এলে পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয়। এই সময় সংহতি কর্মী সমীর গুহরায় ও সুজিত মাইতি পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তপন বাবু জানান, প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। তাঁর কথামতো সেইখানেই সংহতি কর্মীরা পথ অবরোধ করে। মূল গাড়িকে মঞ্চ বানিয়ে সেখান থেকে কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে আজকের বিক্ষোভ মিছিলের কারণ ব্যক্ত করা হয়। একে এতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রমুখ কর্মী রাজকুমার সরদার, সংহতির সহসভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও সমীর গুহরায় এবং

শেষাংশ ২ পাতায়

মাকড়দহে যুবতীকে অপহরণের চেষ্টা

গত ১৬ই জুন, বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার ডোমজুর থানার অন্তর্গত মাকড়দহ শনি মন্দিরের কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে এক মহিলাকে জোর করে অপহরণের চেষ্টা করলো একদল দুষ্কৃতী। এরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে। সূত্রের খবর, মহিলা যখন শনি মন্দিরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে কিছু মুসলিম যুবক। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি চিৎকার করলে আশপাশ থেকে স্থানীয়রা এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। সেইসময় লোকজন একজনকে ধরে ফেলে বেধড়ক মারধোর করে। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানরা দুষ্কৃতিদের পক্ষ নিলে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বচসা শুরু হয়। এই সময় ক্ষিপ্ত জনতা মুসলিমদের তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর করে। তখনকার মতো মুসলমানরা চলে যায়। পরদিন তারা সলপ মোড় অবরোধ করে। রাজনৈতিক চাপে পড়ে পুলিশ তিনজন হিন্দু যুবক বিশ্বজিৎ দাস, বিদ্যুৎ সরদার ও আর একজনকে গ্রেফতার করে। কিন্তু প্রকৃত দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার না করে হিন্দু যুবকদের গ্রেফতার করায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ১৯ তারিখ তারা মাকড়দহে পথ অবরোধ করে। যদিও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর তারা অবরোধ তুলে নেয়।

পুলিশ শুধুই নীরব দর্শক

সামসিতে অবাধে ভাঙচুর-লুটপাট চালালো মুসলিম দুষ্কৃতি

গত ১৯ ও ২০ জুন কালিয়াচকের পুনরাবৃত্তি ঘটলো মালদা জেলার রতুয়া থানার সামসিতে। মুসলিম গুণ্ডারা অবাধে মারধোর, ভাঙচুর, লুণ্ঠন চালালেও পুলিশ শুধুই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। এমনিতে এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত। হিন্দুরা তেমনভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু প্রশাসনের এইরকম ভাবে আত্মসমর্পণ কিছুটা হতাশই করেছে সামসির সাধারণ হিন্দুকে।

ঘটনার সূত্রপাত, ১৯ তারিখ বেলা ১টায়। মালতী (নাম পরিবর্তিত) নামে একটি মেয়ে তার বন্ধু যদু দাসের সঙ্গে সামসির মোড় দিয়ে যাচ্ছিল। পথের একটি জায়গায় মুসলিম দুষ্কৃতিরা আড্ডা মারে এবং সুযোগ পেলে ছিনতাইও করে। মাঝে মাঝে এখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার দিন পুলিশ সেখানে ছিল না। সুযোগ বুঝে মুসলিম যুবকেরা মেয়েটিকে টিট্‌কিরি করলে যদু তার প্রতিবাদ করে। তখন তারা যদুকে মারতে শুরু করে। সে কোনমতে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। সেই সুযোগে দুষ্কৃতিরা মেয়েটিকে পাশের পাটখেতের দিকে ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে টেনে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে যদু গ্রামে এসে বন্ধুদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ফিরে আসে। মুসলিম দুষ্কৃতিরা সকলেই প্রায় পালিয়ে গেলেও আসাউল (৩৫) নামে এক যুবক ধরা পড়ে যায়। তাকে ব্যাপক মারধোর করতে করতে ঘাসিরাম মোড় পর্যন্ত নিয়ে আসে তারা। তারপর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় আসাউলকে। কিন্তু মুসলিমরা দলবল নিয়ে পুলিশের হাত থেকে আসাউলকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে এবং যদুসহ একাধিক হিন্দুর নামে মিথ্যা কেস দায়ের করে।

এরপরবিকাল চারটা নাগাদ প্রায় ২০০ জন মুসলিম যদু দাসের বাড়ি দেশবন্ধু পাড়া আক্রমণ করে। গ্রামটি এনএইচ ৮১-র ৪২০ মোড়ের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। কিন্তু মহিলা বঁটি ও পুরুষেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললে আক্রমণকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তখনকার মতো তারা দেশবন্ধু পাড়া ছেড়ে চলে যায়। রাত ৭টা নাগাদ ৫০০-র বেশি মুসলমান আবার দেশবন্ধু পাড়া আক্রমণ করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মুসলমান এই আক্রমণে যোগ দিতে এসেছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। এদের অনেকের হাতেই ধারালো অস্ত্র ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ এলেও আক্রমণকারীদের কোন বাধাই তারা দিতে পারেনি।

মুসলিম দুষ্কৃতিরা অবাধে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। প্রায় পাঁচটি হিন্দুর দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে কি হবে, প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মুসলিমদের অভিযোগের ভিত্তিতে যদু দাস ও ছোটন দাসকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশবন্ধু গ্রামের ৮ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ রতুয়া থানার অন্তর্গত

শেষাংশ ৪ পাতায়

জোর করে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা গৃহবধূকে

গত ৩রা জুন, শুক্রবার ভাঙড় থানার গোকুলপুর গ্রাম থেকে অর্চনা দলুইকে উদ্ধার করলো হিন্দু সংহতির ছেলেরা। বেশ কিছুদিন ধরেই অর্চনা দলুই ও তার স্বামী অধীর দলুই-এর সাথে বচসা চলছিল। হঠাৎ অর্চনা দলুই একদিন জানতে পারে তার স্বামী মুসলমান হয়ে গেছে। বেশকিছু মসজিদ থেকে মুসলমান ছেলেরা জোর করে বিভিন্ন চাপ দিয়ে অধীর দলুইকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায়। তার বর্তমান নাম আলি নূর ইসলাম।

এই ঘটনাটি শুনে ২৭ বছরের অর্চনা দলুই তার এক মাত্র মেয়ে লীলাবতী দলুই (৮ বছর) কে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে আসে। অর্চনা দলুই ভাল কীর্তন গান গাইত। আর অধীর দলুই ছিল ওই দলের বাদক।

যেহেতু, অধীর দলুই মুসলিম হয়ে গেছে তাই ঐ ধর্ম অনুযায়ী অর্চনা দলুইয়ের গান গাওয়া বন্ধ করে দেয়। এমনকি তাকে মারধোর করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। সে তার পরিবারকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বলে। অর্চনা দলুই এইসব না মানায় অধীর দলুই জানায়, ''আমি আরও বিয়ে করব বলে এই ধর্মে এসেছি।'' এই বলে অর্চনা দলুই ও মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দেয়।

ওই দিন ঠিক সন্ধ্যা ৭টার দিকে অধীর দলুই ওরফে আলি নূর ইসলাম এবং তার মুসলমান সাঙ্গপাঙ্গরা অর্চনা দলুই ও তার মেয়েকে জোর করে বাপের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে তাদেরকে গরুর মাংস খাইয়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির ছেলেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। মুসলমানরা লাঠি, রড, ছুরি নিয়ে হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। তাদের আক্রমণে সুরজিৎ দলুই (২০), প্রসেনজিৎ দলুই (১৮), রঞ্জিত দলুই, বাবলু প্রামাণিক, বাপ্পা নস্কর গুরুতর জখম হয়। হিন্দুরাও এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে আগ্রাসী মুসলিমদের হাত থেকে অর্চনা দলুই ও তার নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করে। অর্চনা দলুই এই প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, মরে যাবে, তবু তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন না। তিনি সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের কাছে এসে তার অসহায়তার কথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

আমাদের কথা

জঙ্গিদের নাকি ধর্মীয় পরিচয় হয় না!!!

জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদীদের নাকি কোন ধর্মীয় পরিচয় হয় না—শুনতে শুনতে প্রায় কান পচে গেল। যখনই কোথাও একটা বড়সড় জঙ্গি হামলা হয়, বেশকিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়। রক্তে ভিজে যায় রাজপথ—তখনই বেশ কিছু বুদ্ধিজীবি ভিজে ভিজে চোখে, দরবিগলিত কণ্ঠে শোকপ্রকাশ করতে করতে শেষ বলেন—জঙ্গিদের কোন ধর্মীয় পরিচয় হয় না, তারা আদপে সব এক। বোগাস্। এরা যে কোন বুদ্ধিতে বুদ্ধিজীবি তা গবেষণার বিষয় হতে পারে। নাকি চোখে ঠুলি পড়ে আসল সত্যটাকে দেখতে তারা অস্বীকার করেন!

আসল সত্য হল জঙ্গিদের ধর্মীয় পরিচয় আছে। অন্ততঃ ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি তাই প্রমাণ করেছে। আই এস, আল-কায়দা, বোকো-হারাম, যইশ-ঈ-মহম্মদ, জামাতেউল মুজাহিদিন প্রভৃতি জঙ্গী গোষ্ঠীগুলোর আসল উদ্দেশ্য কী? সারা বিশ্বকে এক মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে আনা। প্যান ইসলামিজিম প্রতিষ্ঠা করা। আর তা করতে হবে ইসলামিক জেহাদের মতে। জেহাদ কী? ইসলাম মতে জেহাদ হল পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধের উভয় দিকেই ধর্মযোদ্ধার লাভ। জিতলে গনিমতের মাল ভোগ করার সুখ, আর পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে জন্নতে গিয়ে অখণ্ড সুখভোগ। অতএব ইসলামিক ধর্মযোদ্ধারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়েই লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হন। এখানে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি বলে কোন কিছু নেই।

বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। কিছুদিন আগে পর্যন্তও শ্রীলঙ্কায় তামিল এলটিটিই জঙ্গিরা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই চালাচ্ছিল। কিন্তু তাদের দাবীতে কোথাও ধর্মীয় অধিকার ছিল না। তারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল। যদিও কোন বিচ্ছিন্নতাবাদই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে এলটিটিই-র কোন ধর্মীয় বিবাদ ছিল না। তাই জাফনার বাইরে কোন অঞ্চলের প্রতি তাদের দাবি ছিল না। কিন্তু ধর্মীয় যোদ্ধারা একটি অঞ্চল জয় করবার পর অন্য বিধর্মী অঞ্চল আক্রমণ করে জয়ের পরিকল্পনা করে, এই যুদ্ধ তার শেষ হবে সমস্ত বিধর্মীকে হত্যা বা ধর্মান্তরিত করার পরই। এবার ইসলামিক জঙ্গী সংগঠনগুলির দিকে একটু আলোকপাত করা যাক। কয়েকবছর আগে কেনিয়ার একটি মল দখল নিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সেখানে হত্যালীলা চালায় বোকো হারাম। অর্থাৎ মুসলিমদের ছেড়ে দিয়ে অমুসলিমদের বেছে বেছে হত্যা করে তারা। একইরকম ভাবে মূর্তিপূজক ইয়াজিদিদের উপর ফতোয়া জারি করেছিল ইসলামিক স্টেট। হয় ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো মৃত্যুবরণ করো। ইয়াজিদিদের বুকের পাটা আছে। নারকীয় অত্যাচার সহ্য করেও তারা ইসলাম কবলু করেনি। তাই তাদেরকে হত্যা করাটা ধর্মীয় পবিত্র কর্ম বলেই মনে করে আই এস জঙ্গিরা। উত্তর ইরাকের কুর্দ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি একইরকম আচরণ করে তারা। সম্প্রতি বাংলাদেশে জেএমবি জঙ্গীরা ঢাকার গুলশানে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় ঢুকে যে নৃশংস হত্যালীলা চালালো তাতেও তাদের ধর্মীয় পরিচয় স্পষ্ট। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নির্ভুল উচ্চারণে কলমা পড়তে বলা হয়েছে পণবন্দীদের। যে বলতে পেরেছে, তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে জঙ্গিরা। আর যারা বলতে পারেনি (ইসলামিক সম্প্রদায়ের নয় বলেই বলতে পারেনি) তাদেরকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ইশরাত আখন্দ নামক এক মহিলা হিজাব না পড়ায় তাকে হত্যা করে জঙ্গিরা। কারণ ইসলাম মুসলিম মহিলাদের এখনও অতটা স্বাধীনতা দেয়নি যতটা উপভোগ করত ইশরাত। সর্বোপরি জঙ্গিদের বাংলাদেশ সরকারে দেওয়া তিনটে দাবির অন্যতম হল— 'এই হানাদারিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অভিযান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।'—এরপরও বলতে হবে 'সন্ত্রাসবাদীদের কোন ধর্ম হয় না।'

ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে, থাকতে পারে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যে তারা এক---আর তা হল বিশ্বজুড়ে প্যান ইসলামিজিম্ প্রতিষ্ঠা করা।

১ম পাতার শেষাংশ

বিক্ষোভ মিছিল হিন্দু সংহতি-র

সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ অস্থায়ী মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন। ব্রজেন্দ্রনাথ রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অবস্থাও ভয়ানক। সমস্ত রকম অপরাধমূলক কাজকর্ম সেখানে অবাধে চলছে। এক্ষেত্রে তিনি প্রশাসনের নীরব ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সমীর গুহরায় তাঁর বক্তব্যে বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে তার চিত্রটি তুলে ধরেন। তপনবাবু বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর লাগাতার অত্যাচারের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। অথচ এপারের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষদের ওপারের হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাববার সময় নেই। তিনি আরও বলেন, যদি পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুরা একইরকম আচরণ করতো তাহলে কী হত? জঙ্গী কার্যকলাপ এপার বাংলায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি সকলকে সাবধান ও সচেতন হতে বলেন।

বেলা দেড়টা নাগাদ বাংলাদেশ হাইকমিশনে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংহতি সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য, সহা সভাপতি দেবদত্ত মাজি, উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অর্পিতা মৈত্র রওনা দেন। ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর তাঁরা বাংলাদেশ হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চান কিন্তু তিনি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেননি। ডেপুটেশন দিয়ে ফিরে আসার পরই বেলা ২টো নাগাদ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মন্দিরে মাইক বাজানো নিয়ে উত্তেজনা

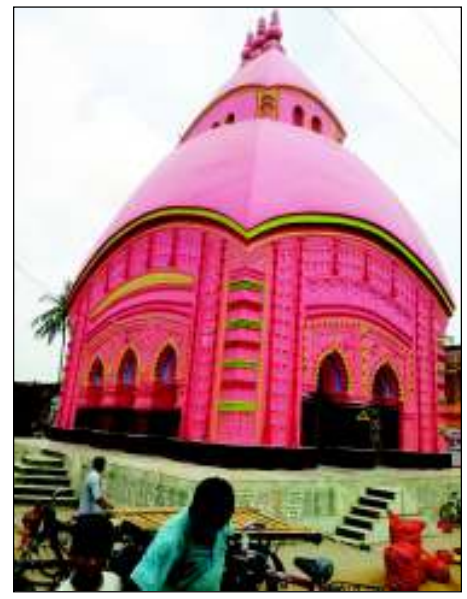

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজারে বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যমন্ডিত মন্দির কেশবেশ্বর। সেখানে প্রতিবছর জুন মাসে ধূমধামের সঙ্গে পূজা হয়। হরিনাম সংকীর্তনও হয়। সেই উপলক্ষে মন্দিরে মাইক বাজানো হয়। কিন্তু এবার এই সময় রমজান মাস পড়ায় স্থানীয় মুসলিমরা মন্দিরে মাইক বাজাতে বারণ করে। গণতান্ত্রিক দেশে সকলের ধর্মচারণের সমান অধিকার আছে, এই প্রশ্ন তুলে হিন্দুরা মন্দিরে মাইক বাজানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকে। গত ১২ই জুন বিকাল পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় হিন্দুরা মন্দিরে মাইক বাজানো শুরু করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আশপাশের মুসলিমরা এসে জোর করে মাইক বন্ধ করে দেয়। তাদের হাতে লাঠি, রডসহ অন্যান্য ধারালো অস্ত্র ছিল। বচসার মধ্যে হঠাৎই মুসলিমরা আক্রমণ করে বসে। রঞ্জিত পন্ডিত ও শশাঙ্ক হালদারের লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটে। দূর্বাদল ব্যানার্জীর বুকে জোর আঘাত লাগে। প্রাক্তন বিএসএফ কর্মী কালী নস্কর চোখে আঘাত পেয়েছেন। তাঁর আঘাত গুরুতর। তাঁর চোখটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। পিন্টু ঘোষ ও ভোলা সরদারকে মোটরবাইকসহ আটক করে রাখে মুসলিমরা। পুলিশ সময় মতো এসে উদ্ধার না করলে তাদের কপালে দুর্ভোগ ছিল। মুসলিমদের আটকাতে গিয়ে তিনজন পুলিশও আহত হয়েছেন। মন্দিরে পূজা দিতে আসা মহিলারা আটকে পড়েন। তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। অবশেষে র‍্যাফ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী স্থানীয় হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সামিল হয়। তাদের মারে বেশ কয়েকজন মুসলিম যুবক আহত হয়। এমনকি মন্দিরে মাইক বাজানোর সিদ্ধান্তে তারা অটল থাকে। পুলিশের চেষ্টায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মীমাংসা হলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

এরপর প্রশাসন উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সেখানে রমজান মাসে মন্দিরে মাইক বন্ধ রাখার কথা বলা হয়। স্বভাবতই হিন্দুরা এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হয়নি। ২৭ জুন তারা প্রশাসনের তোষণনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে পুলিশ ৪৬ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করে। যদিও পরদিনই ২২ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ২৪ জনকে জামিন অযোগ্য ধারায় (কেস নং ২৬১/১৬, ধারা ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩৪৮, ১৮৪, ৩৫৩, ৩৩৩, ৪২৭) কেস দেওয়া হয়। পরে আরও ২ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করা হয়। এখন মোট ২৬ জন হিন্দু জেলে আছে।

ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে বিয়ে ঃ লাভ জেহাদের ফাঁদ

হাওড়ার মেয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর বিজ্ঞাপন মারফত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল শিলিগুড়ির জিয়াউর রহমানের। যে বন্ধুত্ব শেষে বিয়েতে পরিণত হয়েছিল। সুচিত্রা পরিবর্তিত হন সিমরন রহমান নামে। জন্ম নেয় এক মেয়ে ও ছেলে। কিন্তু গন্ডগোল বাঁধে তারপরই। ২০১২ সালে মেয়েটির বয়স মোটামুটি চার ও ছেলেটির দুই বছর। তীব্র অশান্তির প্রেক্ষাপটে সিমরন মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসেন হাওড়ার বাপের বাড়িতে। অভিযোগ, সেখান থেকে কোনও এক সময় জিয়াউর ছেলেকে নিয়ে চলে যান। অন্যদিকে, তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদও হয়ে যায়। কিন্তু ছেলে ও মেয়ের অধিকার নিয়ে দু' পক্ষের টানাপোড়েন চলতে থাকে। শিলিগুড়ি জেলা আদালত এক সময় নির্দেশ দেয়, একজনের কাছে ছেলে ও অন্যজনের কাছে মেয়ে থাকবে। ওই নির্দেশ দু'পক্ষই চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে। সুচিত্রার আইনজীবী শামিম আহমেদ হাইকোর্টকে জানান, নেট মারফত বন্ধুত্ব পাতানোর ব্যবসা করতেন জিয়াউর। সেই সূত্রেই দু'জনের আলাপ। সেখান থেকে প্রেম। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর জিয়াউরের প্রকৃত ধর্মীয় পরিচয় তিনি জানতে পারেন। তখন আর কিছু করার ছিল না বলে তা মেনে নিয়েছিলেন সুচিত্রা। কিন্তু পরবর্তীকালে আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় মে মাসের মাঝামাঝি বিচারপতি নিশীথা মাত্রের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ছেলে ও মেয়ে দু'জনই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত থাকবে মায়ের কাছেই। গত ১৪ ই জুন আদালত সেই নির্দেশই বহাল রেখেছে। সুচিত্রার আইনজীবী জানান, এই মামলা চলাকালীন জিয়াউর অন্য এক ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

এনএসজি-তে ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে কাঁপবে পাকিস্তান

সারা বিশ্বের স্বীকৃত পরমাণু ক্লাবে ভারতের প্রবেশ নিয়ে গোড়া থেকেই বিরোধিতা করে আসছে চিন। কেন এই বিরোধিতা তা জানিয়ে এই প্রথমবার এক প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে চিনের তরফে। জানানো হয়েছে, ভারতের এনএসজি-তে প্রবেশ ভয় ধরাবে পাকিস্তানে। এছাড়া চিনের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে বলেও দাবি করা হয়েছে বিবৃতিতে।

পাকিস্তানের ভয় পাওয়া নিয়ে চিনের কেন মাথাব্যাথা? তার ব্যাখ্যাও ওই বিবৃতিতে দেওয়া হয়েছে। চিনের দাবি, এনএসজি ক্লাবে ভারত যোগ দিলে ভয় পাবে পাকিস্তান। সেই ভয় কাটাতেই নিজেদের পরমাণু শক্তির ভাঁড়ার বাড়াতে উদ্যোগী হবে তারা। জাতশত্রু দুই দেশ এখনই এক পরমাণু শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে টক্করও চলে তাদের। এমত পরিস্থিতিতে ভারত যদি একধাপ এগিয়ে যায় তবে প্রতিযোগিতা ক্রমশ ক্ষতির দিকে এগোবে। যা উপমহাদেশকে অশান্ত করে তুলবে বলেই দাবি চিনের। এছাড়া ভারতের অন্তর্ভুক্তিতে চিনের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে বলেও দাবি করা হয়েছে।

চিনের তরফে প্রকাশিত এই বিবৃতি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এনএসজি ক্লাব তৈরিই হয়েছে বিশ্বে পরমাণু শক্তির সমর্থক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। পরমাণু ক্লাব কোন মতেই পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কিত বিষয় নয়। তাহলে কেন চিনের জাতীয় স্বার্থ এতে ক্ষুণ্ণ হবে, কেনই বা ভয় পাবে পাকিস্তান! এর সদুত্তর অবশ্য বিবৃতিতে দেওয়া নেই। আমেরিকা-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি ইতিমধ্যে ভারতকে এসএনজি-তে প্রবেশের সবুজ-সংকেত দিয়েছে। শুধু ধারাবাহিকভাবে বাধা দিয়ে চলেছে চিন ও পাকিস্তান। এ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় আন্তর্জাতিক মহলও। তাই সাফাই দিতেই এই বিবৃতি প্রকাশ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষ কলম

হিন্দু সংহতির সামনে যুদ্ধে জয়লাভই শেষ কথা

দেবতনু ভট্টাচার্য

হিন্দু সংহতি জন্মলগ্ন থেকেই একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান। এ নিজে একটি প্রতিষ্ঠান হলেও বলে থাকে যে আমরা প্রতিষ্ঠান গড়তে চাই না। নামের মধ্যে 'সংহতি', অথচ সংগঠন করা তার মূল উদ্দেশ্য নয়। সমস্ত হিন্দু সংগঠন যখন পরম বৈভবশালী ভারত গঠনের সুমহান লক্ষ্য সামনে রেখেছে, সেখানে হিন্দু সংহতির সামনে লক্ষ্য অত্যন্ত নেতিবাচক, ক্ষুদ্র, কিন্তু pin pointed, তা হল বাংলার মাটি থেকে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আগ্রাসনকে সমূলে উচ্ছেদ করা। আর এই লক্ষ্যপূরণের জন্য চাই সাহসী, বলিদানী নেতৃত্ব। চোখের সামনে মায়ের আঁচল ধরে টানতে দেখলে স্বাভিমানী, সাহসী ছেলে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য, লড়াইয়ে ফলাফলের কথা চিন্তা করে না, প্রতিপক্ষের শক্তির হিসাব করে না, পাড়ার লোকেদের নিয়ে সংগঠিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে না, ঠিক সেইরকম আজ বাংলাকে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে বাংলার যুবকদের উচিত যেখানেই হিন্দুর উপর অত্যাচার হবে সেখানেই তৎক্ষণাৎ বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ানো। শক্ত হাতে সেই দেশবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিষদাঁত উপড়ে ফেলা। এই প্রতিরোধের কাজকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র হিন্দুদের সংগঠিত করার পেছনে দৌড়ালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এই লড়াইয়ের ফলাফলের কথা চিন্তা করার সময়ও এটা নয়। We may lose battles, but we will win the war. প্রত্যেক হিন্দু যুবকের তাজা রক্তের বিনিময়ে হাজার হাজার হিন্দুর রক্তে জ্বলে উঠবে আগুন। এটাই হিন্দু সংহতির বার্তা।

হিন্দু সংহতি দেশ গঠন নিয়ে চিন্তিত নয়। তার সামনে লক্ষ্য বাংলাকে কাশ্মীরে রূপান্তরিত হতে না দেওয়া, বাংলাকে বর্ধিত বাংলাদেশে পরিণত হতে না দেওয়া। ধান জমিতে সার দেওয়ার আগে আগাছাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে। না হলে ধানের বদলে আগাছাগুলোই থাকবে, ধান আর হবে না। সবাই ধানের পরিচর্যা করছে, হিন্দু সংহতি আগাছা নির্মূলে মনোনিবেশ করেছে। সবাই ধান থেকে চাল, চাল থেকে ভাত - এইরকম সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। হিন্দু সংহতির কাজ এবং প্রয়োজনীয়তা আগাছা নির্মূল করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এই আগাছা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হিন্দুদের উপলব্ধি করানো এবং এই কাজকে হিন্দুর সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত করাই সংহতির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার পর হিন্দু সংহতির বেঁচে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। এর পরের কাজ অন্যরা করবে।

এই ধরণের চিন্তাধারার কারণে হিন্দু সংহতির কার্যপদ্ধতিও প্রচলিত ধারণার সাথে খাপ খায় না। যেমন, প্রচলিত ধারণা হল হিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য বিজেপিকে শক্তিশালী করতে হবে। আর হিন্দু সংহতির বক্তব্য হল, রাজনৈতিক দলগুলিকে শরীরের চামড়া বানানো যাবে না, অর্থাৎ কোন বিশেষ দলের প্রতি স্থায়ী আনুগত্য রাখা যাবে না। বরং রাজনৈতিক দলগুলিকে পোশাকের মত ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে যেমন পোশাকের রং এবং প্রকৃতি বদলাতে হয়, সেইরকম হিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুসারে দল বদল করতে হবে। কারণ গণতন্ত্রে কোন একটি দল স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকা অসম্ভব এবং অনুচিতও।

দ্বিতীয়ত, একটা কথা সকলেই জানেন--- everything is fair in love and war. Love-এর ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক না ভুল তা কখনও ভেবে দেখিনি, কিন্তু এই ধর্মযুদ্ধে ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়টাই শেষ কথা—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান রামচন্দ্র বালিকে বধ করলেন আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ে। মৃত্যুসজ্জায় বালি প্রশ্ন করলো, ভগবান এরকম করলেন কেন? ভগবান বললেন নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে নৈতিকতার আচরণ, আর অনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে অনৈতিক আচরণই ধর্ম। তাই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করতে কিঞ্চিত পরিমাণও দ্বিধা করেন না লক্ষ্মণ। মহিলা হওয়া সত্ত্বেও শূর্পনখাকে অস্ত্রাঘাত করতে কুণ্ঠিত হল না রামানুজ। এদিকে মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদে পদে মিথ্যা ছলনা ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, যেন তেন প্রকারেণ অধর্মের বিনাশের নাম ধর্ম। তাই হিন্দু ঠিক সেইরকম সংহতির সামনে এই যুদ্ধে জয়লাভই শেষ কথা। কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ, কী পদ্ধতিতে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ, কার সাথে কখন বন্ধুত্ব, আর কার সাথে কখন শত্রুতা—এ সবই রণকৌশল। কংসবধের জন্য কংসের সেবাদাসী কুব্জার সাথে সখ্যতা করেননি ভগবান কৃষ্ণ? তাই ন্যায়, নীতি, ধর্ম ইত্যাদির কোন স্থায়ী সংজ্ঞা আছে বলে আমি মনে করি না। সামনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য আন্তরিকতা—এর নিরিখেই কর্মের বিচার। তা না হলে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বললে দোষ কোথায়?

লেখা দীর্ঘায়িত করলে পরিণাম পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি। তাই আবার সেখানেই ফিরে যাই, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। হিন্দু সংহতির কর্মকাণ্ড এইরকম ভিন্নধর্মী চিন্তারই প্রতিফলন। তাই প্রচলিত মানসিক গঠনতন্ত্রের পক্ষে একে সহজে গ্রহণ করতে না পারাটাই স্বাভাবিক। এখান থেকে বিতর্কের শুরু। তাই এই বিতর্ক সঙ্গে নিয়েই আমাদের যাত্রা চলছে চলবে। প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে গিয়ে মূল আদর্শবাদের সাথে যাতে কোনদিন সমঝোতা করতে না হয়, সেজন্যই হিন্দু সংহতি প্রতিষ্ঠান হয়েও আমাদের কল্পনায় এ প্রতিষ্ঠান নয়, একটি 'মিশন', একটি মন্ত্র। নামে 'সংহতি' হলেও হিন্দুকে একত্রিত করা আমাদের কাজ নয়, সাহসী ও লড়াকু যুবকদের হাতে সমাজের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া আমাদের কাজ। জরাগ্রস্ত এই হিন্দু সমাজকে পরম প্রতিক্রিয়াশীল, প্রত্যাঘাতে সক্ষম, সদাজাগ্রত সমাজে রূপান্তরিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যে আমরা অবিচল।

দুর্ঘটনাকে ঘিরে সংঘর্ষ হাওড়ার আন্দুলে

গত ২৯শে জুন হাওড়া জেলার আন্দুল স্টেশন রোড অঞ্চলে সামান্য একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিমরা স্টেশন রোডে বেশ কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত র‍্যাফ নামানো হয়।

রাত ৮টা নাগাদ আন্দুল স্টেশন রোডের দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি মোটরবাইক এক ব্যক্তিতে ধাক্কা মারে। মাঝবয়সী লোকটি রাস্তায় পড়ে গেলে ফুটপাতে ধাক্কা লেগে তার মাথা ফেটে যায়। তিনজন বাইক আরোহী ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। আশেপাশের লোকজন বাইকটিকে ধরলে আরোহীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দুর্ঘটনা ঘটাবার পরও তাদের মধ্যে কোন সহানুভূতি ছিল না। উল্টে তারা এমন ব্যবহার করতে থাকে যেন তাদেরকে ধরে এলাকার মানুষরা অন্যায় করেছে। এরপরই স্থানীয়রা তাদের মারধোর করে। তখনকার মত বাইক আরোহীরা চলে যায়।

রাত দশটার সময় উনসানি এলাকা থেকে প্রায় দু'শো মুসলমান আন্দুল স্টেশন রোডে আসে। তখন এলাকাটি বেশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তারা বেশ কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর করে। ট্রেনপথে ফেরা যাত্রীদের মারধোর করে বলেও অভিযোগ। এলাকার সংহতি কর্মী অভীক বিষয়টি হিন্দু সংহতির কার্যালয়ে জানালে, মুহূর্তে আশেপাশের সংহতি কর্মীদের খবর দেওয়া হয় বিষয়টি দেখবার জন্য। ইতিমধ্যে স্থানীয় একটি ক্লাবের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাদের সমবেত প্রতিরোধে মুসলিমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। একটা সময় তারা ৭টি বাইক ফেলে চম্পট দেয়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও র‍্যাফ নেমে পড়ে। সূত্রের খবর, বাইকগুলো ফেরত নিতে এসে মুসলিমরা বিক্ষোভ দেখালে র‍্যাফ তাদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপর উনসানির মুসলমানরা এলাকায় ফিরে গিয়ে সেখানে দুটি টোটো ভাঙচুর করে ও মারধোর করে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করে।

ঐদিন রাতে সংঘর্ষ চলাকালীন পুলিশ ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। তারমধ্যে ১৩ জন মুসলিম ও ৩ জন হিন্দু। পরদিন উভয়পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং গ্রেফতার হওয়া যুবকদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি করা হয়। কিন্তু পুলিশ কাউকে না ছেড়ে তাদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করে কোর্টে চালান করে। সবাইকেই জামিন অযোগ্য ধারা দেওয়া হয়েছিল। গত ৪ঠা জুলাই সোমবার হিন্দু যুবকেরা কোর্ট থেকে জামিন পেলেও অপর আসামীরা এখনও জেলে আছে। এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা থাকায় উনসানি ও আন্দুল রোডে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মন্দিরে মাইক বাজানো নিয়ে আপত্তি কাশ্মীরে

মন্দিরে পূজাআর্চা করলেও জোরে মাইক বাজানো যাবে না। এমনই দাবির জেরে উত্তেজনা ছড়ালো জম্মুর পুঞ্চ এলাকার ঝুলাম গ্রামে। মুসলিমরা মন্দিরে মাইক বাজানো যতবে না বলে যে দাবি করে তারই জেরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়।

সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, পুঞ্চ-এর ঝুলাম গ্রামে মন্দিরে জোরে মাইক বাজানো হচ্ছিল। ওই সময় স্থানীয় বেশ কয়েকজন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ দাবি করেন যে মন্দিরে অত জোরে মাইক বাজানো যাবে না। রমজান মাসে তাদের রোজা রাখতে অসুবিধা হচ্ছে, এটাই তাদের অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ঝুলামের ওই গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত। পুলিশসূত্রে জানা যাচ্ছে, ঝুলাম গ্রামের ওই মন্দিরে মাইক বাজানো বন্ধ করতে হবে বলে স্থানীয় বেশ কিছু যুবক মন্দিরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। আর এরপরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। আর তার জেরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় বলে খবর। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। যে কোন ধরণের উত্তেজনা রোধ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। এলাকায় পুলিশের টহলদারি চলছে।

পাকিস্তানে 'ওম' লেখা জুতো বিক্রি হওয়ায় হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ

পাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ তো ছিলই, এখন তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়াও শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে দেদার বিকোচ্ছে 'ওম' লেখা জুতো। সংখ্যালঘু হিন্দুদের অভিযোগ, তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত দিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজ করছেন একদল ব্যবসায়ী।

পাকিস্তান হিন্দু কাউন্সিলের প্রধান রমেশ কুমারের অভিযোগ, সিন্ধ প্রদেশের সরকারকে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তিনি বলেন, ''ঈদ উপলক্ষে কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ী 'ওম' লেখা জুতো বিক্রি করছে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য, হিন্দুদের অপমান করা ও তাঁদের ভাবাবেগে আঘাত করা।'' পাকিস্তানের রাজনীতিই চলে হিন্দু বিদ্বেষী মানসিকতা নিয়ে। হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র বা জুতোয় তাদের ছবি লাগিয়ে হিন্দু ধর্মকে চরম অপমান করে তারা আনন্দ পান। তিনি জানিয়েছেন, সোস্যাল সাইটে ওই ছবি তাঁরা শেয়ার করেছেন। তাঁরা চান, যেসব দোকানে এই অপকীর্তি চলছে অবিলম্বে ওই সব দোকান বন্ধ করে দেওয়া হোক। ব্যবসায়ীদের এই বিকৃত মানসিকতার প্রতি সেদেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সিন্ধ প্রদেশের কয়েকটি খবরের কাগজেও ওই জুতো বিক্রির খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই খবরের কাগজ থেকে ছবিসহ প্রতিবেদন কেটে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুরা অনলাইনে পোস্ট করে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন।

কলকাতার বিদ্যুৎ সংঘ ক্লাবে রক্তদান করলো সংহতি কর্মীরা

কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংঘ নামক একটি ক্লাব গত ২৫শে জুন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ক্লাবটির সদস্যরা সংহতি সভাপতি তপন ঘোষকে শিবিরে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানায় এবং সেই সঙ্গে সংহতির পক্ষ থেকে রক্তদান করে বিদ্যুৎ সংঘকে সাহায্য করার আহ্বান জানায়। তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে তপন ঘোষ হিন্দু সংহতির কর্মীদের রক্তদানে অংশগ্রহণ করতে বলেন। সেইমতো ৩৪ জন হিন্দু সংহতি কর্মী বিদ্যুৎ সংঘে রক্তদান করে। ছয়জন উপস্থিত থেকেও নানাকারণে রক্ত দিতে পারেনি। বিদ্যুৎ সংঘের মঞ্চে উঠে সংহতি সভাপতি বলেন, এখন কাউকে খেলাধূলা নিয়ে উৎসাহিত হতে দেখা যায় না। অথচ সামনেই শ্রদ্ধানন্দ পার্ক খালি পড়ে থাকে। তিনি বিদ্যুৎ সংঘের সদস্যদের খেলাধূলার দিকে জোর দিতে বলেন এবং ঐ পার্কে একটি বাৎসরিক কবাডি

টুর্ণামেন্ট শুরু করার প্রস্তাব দেন। আগামী দিনে বিদ্যুৎ সংঘের বিভিন্ন সামাজিক কাজে সাহায্য করবেন বলে জানান। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য, সহ সভাপতি সমীর গুহ রায় ও কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি।

আমেরিকায় আইএস হানা

২০০১ সালের পর আবার আমেরিকায় বড়সড় ইসলামিক জেহাদী আক্রমণ ঘটল। সেবার আল কায়েদার আক্রমণে টুইন-টাওয়ার ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। হতাহত হয়েছিল প্রচুর। এবার ফ্লোরিডার অরল্যান্ডের একটি নাইট ক্লাবে ঢুকে এলোপাথারি গুলি চালিয়ে ৫০ জনকে হত্যা করল জঙ্গিরা। রয়টার্স সূত্রে খবর, নিজেদের সংবাদ সংস্থা 'আনাক'-এ হানার দায় স্বীকার করে নিয়েছে এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের আতঙ্ক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী দল আইএস। গত ১২ই জুন আমেরিকার ফ্লোরিডায় ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সন্দেহভাজন বন্দুকবাজ ওমর সিদ্দিকি মাতিন হামলা চালানোর আগে জরুরি নম্বর ৯১১-এ ফোন করে নিজের আইএস যোগের কথা জানিয়েছিল। এরপরই যে ফ্লোরিডার 'দ্য প্লালস' নামক নাইট ক্লাবে ঢুকে পড়ে। এই সময় সেখানে 'ল্যাটিন থিমড ইভনিং'-এ অনুষ্ঠান চলছিল। স্বভাগত ভিড় ছিল প্রচুর। ঝলমলে পোষাক পড়া যে সমস্ত তরুণ যুবকেরা ক্লাবে আনন্দ করতে এসেছিল, মুহূর্তে খুশিটা দুঃখে পরিণত হল। প্রথমে মাতিন অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে ক্লাবের বাইরে গুলি চালাতে থাকে। বেশ কয়েকজন গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ে। মাতিনের কাছে একটি হ্যান্ড গান ও দেদার গুলি থাকায় তাকে আটকানো কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আততায়ীর সংখ্যা কত, তারা কী চায়, কতজনকে তারা বন্দি করেছে- এসবের হদিশ না পাওয়ায় প্রাথমিকভাবে তারা কিছুই করে উঠতে পারেনি। রেসকিউ বাহিনী বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করলে আততায়ী যে একজন তা জানতে পারে। এরপরই পুলিশবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালালে বন্দুকবাজের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাতিন বারে বারে নিজেকে আইএস বলে ঘোষণা করছিল।

দক্ষিণ সোনারপুরে ভেঙে দেওয়া হল দেবদেবীর মূর্তি

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিপেক্ষতার বাগানে আবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নতুন ফুল ফুটলো। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরের উলুকুন্ডা গ্রামের পর এবার সদ্যগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ সোনারপুর, সম্প্রীতির নিদর্শন হিসাবে ভেঙে দেয়া হল হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। প্রশাসনিক তৎপরতায় সামান্য প্রতিবাদটুকুও হিন্দুরা সেখানে করতে পারেনি। গত বছর দীপাবলির আগে একই সম্প্রীতির নমুনা দেখেছিল হুগলির পুরশুড়া গ্রামের হিন্দুরা যখন মা কালীর ২৬ টি মূর্তি ভেঙে দেয়া হয়েছিল আর প্রশাসন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সেই ঘটনা ধামাচাপা দেবার। সম্প্রীতির মাশুল হিসাবে বীরভূমের কাংলাপাহাড়ির হিন্দুদের দুর্গাপূজা বন্ধ রাখতে হয়েছিল প্রশাসনের নির্দেশে। উল্টোদিকে, ইদের নামাজের জন্যে বন্ধ রাখা হয় বি.টি. রোডের মত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে জবাই হয় গরু ও বিক্রি হতে থাকে গোমাংস। এই রাজ্যে সম্প্রীতির মূল্য চোকানোর দায় একমাত্র হিন্দুদের, কারণ তারা যে বড়ই শান্তিপ্রিয়।

হিন্দু মহিলাকে গো-মাংস খাইয়ে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা

''মুসলমানের সঙ্গে নিকা করেছ, আর ইসলাম ধর্ম মানবে না? এমনটা কি মেনে নেওয়া যায়?'' হিন্দু মহিলার প্রতি মুসলিম পরিবারের ভাবটা ছিল ঠিক এমনই। তাই জোর করে মহিলাকে গো-মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করল তাঁর শ্বশুরবাড়ি।

পাটনায় ফুলওয়ারির বাসিন্দা আসিফের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কলকাতার এই মহিলা। বিয়ের ক'দিন যেতে না যেতেই কালরাত্রি নেমে আসে তাঁর জীবনে। মহিলার অভিযোগ, তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে এক মাস মাদ্রাসায় থাকতে জোর করে। সেখানেই ইসলাম ধর্মের বিষয়ে তাঁকে শিক্ষা নিতে বলা হয়। এমনকী গো-মাংস খাওয়ার জন্যও প্রতিনিয়ত জোর দেওয়া হয় তাঁর ওপর।

যত দিন যায়, শ্বশুরবাড়ি নরকে পরিণত হতে থাকে। নির্যতিতা গো-মাংস খেতে আপত্তি করলে তাঁকে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, তিনি গো-মাংস না খেলে তাঁর একটি পর্ন ভিডিও প্রকাশ করে দেবে তার পরিবার। জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে হিন্দু মহিলার। কোন অপরাধে তাঁকে এমন কঠোর শাস্তি পেতে হচ্ছে, বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। মুসলমানকে বিয়ে করেও ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত না হওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি তাঁর শ্বশুরবাড়ি। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে গান্ধী ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অত্যাচারিতা। অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে আটক করেছে পাটনা পুলিশ।

১ম পাতার শেষাংশ

সামসিতে অবাধে ভাঙচুর-লুটপাট...

সামসি পুলিশ ফাঁড়িতে ডেপুটেশন দিতে যায়। খবর পেয়ে প্রায় ২৫০ জন মুসলিম হিন্দুদের ঘিরে ধরে। তাদের দাবি অভিযোগকারীদের তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ফাঁড়ি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে হিন্দুদের ফাঁড়ির মধ্যেই বসিয়ে রেখে রতুয়া থানায় খবর দেয়। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫০ জন হিন্দু এই ঘটনার প্রতিবাদে সামসি মোড় অবরোধ করে। এর পাল্টা হিসাবে এর আধ কিলোমিটার দূরে মুসলমানরা রাস্তা অবরোধ করে। সংখ্যায় তারা অনেক বেশি ছিল। এইসময় তারা ছোটন দাসের বাড়ি আক্রমণ করে ভাঙচুর করে লুঠপাট চালায়। উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে মালদার ডি.এস.পি. অভিষেক মোদী ঘটনাস্থলে আসেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই রতুয়া থানার ওসি পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। র‍্যাফও নামানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার অপরাধী ও তাদের মদতদাতাদের হাত থেকে হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে অসমর্থ পুলিশ ও র‍্যাফ হিন্দুদের উপরই লাঠিচার্জ করতে থাকে। লাঠির ঘায়ে একজনের হাত ভাঙে। দশজনকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও পরদিন তাদের কোর্টে জামিন হয়। কিন্তু যদু দাস ও ছোটন দাসকে পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দিয়ে আটক করে রেখেছে।

রতুয়া দুই-এর বিডিও উভয়পক্ষকে নিয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু অপরাধীকে দমন না করে এলাকায় শান্তি কমিটি করে শান্তির প্রয়াস চালান কতখানি সফল হবে তা নিয়ে অঞ্চলের সাধারণ হিন্দুরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

জঙ্গি হামলার আশঙ্কা
কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন গার্ডেনরিচে

কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সে জঙ্গি হামলা হতে পারে বলে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে জাহাজ কারখানা চত্বর। সূত্রের খবর, ৩৯৭ জন সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সে। পাঠানকোটের কায়দায় কলকাতাতেও জঙ্গি হামলা হতে পারে, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো সূত্রে এই খবর পেয়ে সক্রিয় হয়েছে স্বরাষ্ট্ররমন্ত্রক।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভাটিন্ডা থেকে বায়ুসেনা আধিকারিকের গ্রেফতারির পরই জঙ্গি হামলার শিকার হয়েছিল পাঠানকোটের বায়ুসেনা ঘাঁটি। একইভাবে কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাহলে এখানেও হামলার আশঙ্কা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মনে। গত নভেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের মিরাট থেকে ওই রাজ্যের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়েছিল ইজাজ। তাকে জেরা করেই জানা যায় যে, কলকাতার গার্ডেনরিচে বসে আইএসআই-এর নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে সে। গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গার বহু গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার করার ক্ষেত্রে মূল মাথা ছিল ইজাজ। তাকে ধরেই গার্ডেনরিচের বাসিন্দা ইরশাদ হায়দার আনসারি (৫২), তার ছেলে আসফাক হায়দার আনসারি (২৩) ও শ্যালক মহম্মদ জাহাঙ্গির (৪৮) কে গ্রেফতার করে পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স।

কলকাতা ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ জায়গায় নতুনভাবে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে যে পাক চর সংস্থা আইএসআই ইজাজের উপরই নির্ভরশীল ছিল, সেই বিষয়ে নিশ্চিত গোয়েন্দারা। কলকাতায় তার নেটওয়ার্কের মূল তিন পান্ডাই গত নভেম্বর মাসে ধরা পড়ে গোয়েন্দাদের জালে। সম্প্রতি ইজাজকে নিজেদের হেফাজতে নেয় এসটিএফ। তাকে জেরা করে কলকাতায় আইএসআই-এর নেটওয়ার্কের বিষয়ে উঠে এসেছে একের পর এক তথ্য। কলকাতায় এখনও তার নেটওয়ার্কে থাকা অন্য কোনও আইএসআই এজেন্ট রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। কারণ, কলকাতা থেকে আইএসআই-এর দু'টি চক্র ধরা পড়ার পর গোয়েন্দাদের কাছে উঠে এসেছিল আরও কয়েকটি নাম। ইজাজ জেরায় মুখে পাকিস্তানের কয়েকজন হ্যান্ডলারের নাম জানিয়েছে। এছাড়াও তাকে বসিরহাটের সীমান্ত কে বা কারা পার হতে সাহায্য করল, ইজাজকে জেরা করে। ঢাকায় পাক দূতাবাসের এক মহিলা আধিকারিকের সঙ্গে যে ইজাজ যোগাযোগ রাখত, জেরায় মুখে তা-ও সে স্বীকার করেছে।

পাকিস্তানের বাসিন্দা ইজাজ আইএসআই-এর কাছ থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পর বাংলাদেশে যায়। ২০১৩ সালের আগস্ট থেকে ২০১৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় বসে সে নেটওয়ার্ক তৈরি করে। ইজাজের নির্দেশে আসফাক ও জাহাঙ্গির একাধিকবার ঢাকায় গিয়ে তথ্য তুলে দিয়েছে এজেন্টের হাতে। ইতিমধ্যেই ইজাজের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা লাগু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। আইএসআই-এর পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি হ্যান্ডলারদের বিরুদ্ধেও চার্জশিট দেওয়ার বিষয়টি ভাবা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সাইবার লাভ জেহাদের ফাঁদে কিশোরী

লাভ জেহাদের নতুন হাতিয়ার ফেসবুক, টুইটার ও মোবাইল। বিশেষ করে মোবাইল থেকে একটার পর একটা অপরিচিত নম্বরে মিস্ কল দিতে থাকে লাভ জেহাদি। আর অপেক্ষ করতে থাকে কখন তার ভালোবাসার জালে ফাঁসাতে পারবে কোন মহিলাকে। কখনও কখনও লাভজেহাদিরা ভিন্ন রাজ্যের যৌন পল্লীতে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার কুন্দখালি গ্রামে এমনই এক লাভ জেহাদির কবলে পড়ে এক কিশোরী।

মোবাইলের মিসড্ কল থেকে আলাপ। তারপর প্রেম। এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে প্রেমিক আমিরুল গাজী। উঠতি বয়সের আবেগে মেয়েটি রাজি হয়ে যায়। কিন্তু আমিরুলের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে মেয়েটিকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে যৌন পল্লীতে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে হাত বদলে মেয়েটিকে আগ্রা আনা হয়। জেলাপুলিশ তদন্তে নেমে দিল্লির ক্রেতাদের গ্রেফতার করে। তাদের তথ্যর ভিত্তিতে আগ্রা থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়।

পুলিশসূত্রে খবর, কুলতলি থানার কুন্দখালি গ্রামের দশম শ্রেণির ছাত্রী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের লোকজন দ্বারস্থ হয় কুলতলি থানার। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ২৬ শে মে থেকে

ছাত্রীটিকে পাশের কোয়াবাড়ি গ্রামের যুবক আমিরুল গাজী প্রেমের নাটক করে দুই বন্ধুর সাহায্যে ট্রেনে করে দিল্লী নিয়ে যায়। এরপরই জয়নগর থানার তেঁতুলবেড়িয়া গ্রাম থেকে আমিরুলের সঙ্গী আনোয়ার শেখকে গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ছাত্রীটির ব্যাগ। তাকে জেরা করে দিল্লী যায় কুলতলি থানার একটি পুলিশ টিম। দিল্লির মজনুকাটিলা এলাকা থেকে সীতা তামাং ও মহেশ ছেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের কাছেই মেয়েটিকে বিক্রি করেছিল আমিরুল। জেরায় তারা জানায়, ছাত্রীটিকে আগ্রায় বিক্রি করে দিয়েছে। পুলিশের দল আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলে দুর্বৃত্তরা ছাত্রীটিকে কলকাতাগামী ট্রেনে চাপিয়ে দেয়। অবশেষে ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে নরেন্দ্রপুরের একটি হোমে রাখা হয়েছে। ছাত্রীটির গোপন জবানবন্দীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে লাভ জেহাদি আমিরুল গাজী ও তার বন্ধু জাহাঙ্গীর মোল্লার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পুণ্য রথযাত্রায় সমস্ত পুণ্যার্থীদেরকে
হিন্দু সংহতি-র
পক্ষ থেকে জানাই
গৈরিক অভিনন্দন

পুলিশের মোটরবাইক বাহিনীর হাতে ধৃত পাচারকারী

বসিরহাটে তৈরি পুলিশের মোটরবাইক বাহিনীর দাপটে এবার তটস্থ দুষ্কৃতিরা। পর পর দু'দিনে দু'জন দুষ্কৃতী ধরল পুলিশের এই বাহিনী। ১২ জুন, সোমবার রাতে বাংলাদেশে পালানোর সময়ে ঘোজাডাঙা সীমান্ত থেকে রবিউল মন্ডল ওরফে বাপ্পা নামে এক দুষ্কৃতিকে ধরা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তার বাড়ি খোলাপোতার মথুরাপুরে। ধৃতের কাছ থেকে ২৮ কেজি গাঁজা এবং গুলি-সহ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

বসিরহাটে চুরি-ছিনতাই রুখতে পুলিশের উদ্যোগে ১০ জনের একটি মোটরবাইক বাহিনী তৈরী করা হয়েছে। রবিবার রাতে ওই বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে চাঁপাপুকুরের কাটিয়ারবাগ গ্রামের বাসিন্দা মোকসেদ আলি সর্দার ওরফে বাবু। সে পুলিশের গাড়ির চালক ছিল। ছিনতাই দলের মূল পান্ডা ছিল ওই যুবক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বাসিরহাট শহরে চুরি এবং ছিনতাই বাড়ছিল। দুষ্কৃতিদের একটি দল প্রকাশ্যে রাস্তায় মহিলাদের কানের দুল, গলার হার, ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে মোটরবাইকে করে পালাচ্ছিল। পুলিশ কিছুতেই ওই দুষ্কৃতিদের ধরতে পারছিল না। বসিরহাট থানায় আইসি পদে যোগ দেওয়ার পরে দেবাশিষ চক্রবর্তী মোটরবাইক দুষ্কৃতিদের ধরতে পাল্টা পুলিশকর্মীদের নিয়ে মোটরবাইক বাহিনী বের করেন। আর তাতেই মেলে সাফল্য।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন এক সূত্রে জানা যায়, মোকসেদ ধরা পড়ার পরে রবিউল তার সঙ্গীদের নিয়ে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছিল। তবে তার আগে এক ব্যবসায়ীর টাকা লুঠ করবে রবিউল। এই খবর ছিল পুলিশের কাছে। পুলিশের ওই বাহিনী মাদক-সহ রবিউলকে ধরে। তবে তার অন্য সাগরেদরা পালিয়েছে বলে পুলিশ জানায়। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে নিহত দুই জঙ্গি

প্রমাণ হল কাশ্মীরি মুসলমানরা ভারতবিরোধী

আবার পাকিস্তানের দিক থেকে জঙ্গি ঢুকে পড়ল ভারতে। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভূস্বর্গ। সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দুই জঙ্গির। গত ১৭-ই জুন শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশ্মীরের বারামুলার জেলার লোপোরে।

ঐ অঞ্চলে বৈঠক করতে জড়ো হয়েছে জঙ্গিরা, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা এলাকাটি ঘিরে ফেলে। বিপদবুঝে জঙ্গিরা এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে থাকলে নিরাপত্তারক্ষীরাও পাল্টা গুলির জবাব দেয়। ঘটনাস্থলেই দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়। কিন্তু এরপর দেশ রক্ষায় জীবন হাতের মুঠোয় নেওয়া জওয়ানেরা অবাক হয়ে যান সাধারণ কাশ্মীরিদের আচরণে। তারা জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা দেশবিরোধী স্লোগান দিয়েছে বলেও অভিযোগ। ভারতে বাস করেও তাদের এই দেশবিরোধী আচরণে বিশিষ্ট মহল একই সঙ্গে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার (১৬ই জুন) কুপওয়ারার তাংধর সেক্টরে অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযানে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে বারজন জঙ্গির মৃত্যু হয়।

স্কুলে নমাজ পড়ার দাবি তুলল সংখ্যালঘু ছাত্ররা

স্কুলের একটি ঘর নামাজ পড়ার জন্য ছেড়ে দিতে হবে বলে বিক্ষোভ দেখায় মুসলিম ছাত্ররা। অপরদিকে হিন্দু ছাত্রদের দাবী, স্কুলে যদি নামাজ পড়ার জন্য একটি ঘর দেওয়া হয়, তাহলে হরিনাম করার জন্য তাদেরও একটি ঘর দিতে হবে।

ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলকোটের বাজার বনকাবাসী এসএম হাইস্কুলে। এই স্কুলে ৩০ শতাংশ মুসলিম এবং ৭০ শতাংশ হিন্দু ছাত্র পড়াশোনা করে। দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনায় এতটা চরম আকার নেয় যে ঘটনাস্থলে কৈচর ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মুসলিম ছাত্ররা শনিবার (২৫শে জুন) প্রধান শিক্ষক পীযূষকান্তি দাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ করে। এই অবস্থায় পীযূষ বাবু পরিচালন কমিটির সদস্য উজ্জ্বল শেখকে স্কুলে আসতে বলেন। পরিচালন কমিটির সদস্য উজ্জ্বল শেখ বলেন, 'প্রথম থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুলে একটি মাত্রই অনুষ্ঠান হবে, তা সরস্বতী পুজো। এর বাইরে কোনও অনুষ্ঠান হবে না।' কিন্তু উজ্জ্বলবাবুর এই যুক্তি মুসলিম ছাত্ররা মানতে না চাওয়ায় আবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্কুলের তরফ থেকে কৈচর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্কুলের পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক অবস্থায়। তবে ভবিষ্যতে গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে।

মালদহে পুরোহিতকে কুপিয়ে খুন

মালদহের ইংরেজবাজারে খুন হলেন ৫৫ বছরের এক পুরোহিত। স্থানীয় মন্দিরের পুরোহিত খুনের ঘটনায় ইংরেজবাজার পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মানুষ এই হত্যার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবী এলাকায় অনেক অসামাজিক কাজকর্ম হয়। দুষ্কৃতিরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অথচ পুলিশ সব দেখেও নীরব থাকে। পুরোহতি খুনের পিছনে এইসব দুষ্কৃতিদের হাত আছে বলে স্থানীয় মানুষেরঅভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত পুরোহিতের নাম প্রসন্ন দাস (৫৫), বাড়ি শহরের সুকান্তপল্লী এলাকায়।

বিবেকানন্দ পল্লীতে প্রাচীন নাটমন্দিরে দীর্ঘদিন ধরে পুজোর দায়িত্বে ছিলেন অর্চনা সেবার সদস্য এই ব্যক্তি। আজ সকালে তাঁর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ মন্দিরের পাশের কলাবাগানে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইংরেজবাজার থানায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাতে গেলে সাধারণ মানুষ তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবী দোষীদের গ্রেফতার করে অবিলম্বে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পুলিশ প্রতিশ্রুতি দিলে পর তারা দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ছেড়ে দেয়।

পুরোহিত খুনের ঘটনায় কারা যুক্ত তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। মৃত পুরোহিতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, প্রসন্ন দাস স্বভাবে লাজুক প্রকৃতির। কারও সঙ্গে কোনরকম শত্রুতাও ছিল না তাঁর। তাঁর পরিবারের এক সদস্য জানান, বেশ কয়েকদিন আগে মদির সংলগ্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি মদ, গাঁজা খাওয়ায় তিনি তার প্রতিবাদ করেন। তারাই এমন জঘন্য কাজ করতে পারে বলে তাদের অনুমান।

এদিনের এই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ খুনের মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

শোক সংবাদ

গত ২৫ শে জুন, শনিবার জঙ্গিরা সিআরপিএফের একটি বাসে গুলিবর্ষণ করায় ৮ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং ২১ জন গুরুতর জখম। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ারা জেলায়। এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি নিহত জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'নিজেকে মুসলমান ভাবতে আমি লজ্জাবোধ করছি।'

সূত্রের খবর, পুলিশের ধারণা দুষ্কৃতীরা ছিল পাকিস্তানের নাগরিক। তারা আগে থেকেই খবর পেয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল। জওয়ান ভর্তি সিআরপিএ ফ-এর বাসটি যখন পুলওয়ারার সড়কের উপরে আসে তখন অতর্কিতে জঙ্গিরা আক্রমণ চালায়। তাদের ছোঁড়া গুলিতে

ঘটনাস্থলেই ৮ জন জওয়ানের মৃত্যু ঘটে। আহতদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

এর আগে ৩রা জুন বিজবেহরায় জঙ্গিরা বিএসএফ-এর একটি বাসে আক্রমণ করে। তাতে ২ জন জওয়ান মারা যায়। সিআরপিএফের আইজি নলিন্দ প্রভাত ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। সূত্রে প্রকাশ জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াইতে ২ জঙ্গি মারা যায় ঘটনাস্থলেই। বাকীরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। দুষ্কৃতিদের ধরার জন্য সেনা তল্লাশি চলছে।

উলুবেড়িয়া কুলগাছিয়ার গ্রামে মোবাইলে গৃহবধূকে গণধর্ষণের ভিডিও তুলল ৩ দুষ্কৃতি

১৩ জুন, উলুবেড়িয়া থানার কুলগাছিয়া এলাকার শ্রীরামপুর গ্রামে বছর ২১ বয়সের এক গৃহবধূকে একতলার ঘর থেকে দোতালার ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করলো তারই এক প্রতিবেশী যুবক এবং তার বন্ধুরা। পরদিন সকালে এলাকায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, ওই গৃহবধূর প্রতিবেশী যুবক শেখ শামিম মন্ডল তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে ওই গৃহবধূকে এদিন ভোররাতে গণধর্ষণ করে। এই দৃশ্য তারা নিজেদের মোবাইল ফোনে ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখে। গণধর্ষণের পর তিন বন্ধু ওই মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। ১২ই জুন, রবিবার রাতে ওই গৃহবধূ ফাঁকা বাড়িতে একা ছিলেন এই খবর শামিম আগেই জেনে গিয়েছিল। সেই সুযোগে এলাকায় দুষ্কৃতি এবং মস্তান বলে পরিচিত শামিম তার দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে এই ঘটনা ঘটায়।

সোমবার সকালে ওই গৃহবধূর জ্ঞান ফেরার পর তিনি প্রতিবেশী মহিলাদের সমস্ত ঘটনা জানান। ফোন করে মুম্বইতে কর্মরত তাঁর স্বামীকেও বিষয়টি জানান। এরপর মহিলারা শেখ সামিমের বাড়ি ঘেরাও করলে বিপদ বুঝে শেখ শামিম তার দুই বন্ধুকে নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালায়। হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সহযোগিতায় ওই গৃহবধূ উলুবেড়িয়া মহিলা থানায় গিয়ে শামিম এবং তার দুই সঙ্গী মোট তিনজনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ করেন। পুলিশ এদিন বিকালেই শামিমকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বাকি দুই বন্ধুর খোঁজে তল্লাশি চলেছে। তাছাড়া প্রতিবেশী শামিমকে ওই বধূ চিনলেও তার সঙ্গে আসা দুই বন্ধু তাঁর অচেনা। তবে তাদের মুখ দেখলে তিনি চিনতে পারবেন বলে ওই গৃহবধূ বলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর স্বামী মুম্বইতে জরির কাজ করেন। তাঁদের এক বছর বয়সের একটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে। গৃহবধূর বাপেরবাড়ি

খড়গপুরে। বাড়িতে মেয়ে একা থাকে বলে তাঁর মা মেয়ের সঙ্গেই শ্রীরামপুরের বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু জরুরি প্রয়োজনে রবিবার তিনি খড়গপুরের বাড়িতে চলে যান। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাতে শামিম তার দুই বন্ধুকে নিয়ে ওই গৃহবধূর উপর চড়াও হয়। ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় ছাদ দিয়ে দোতালায় ঢুকে পড়ে। ভোররাতে মহিলা ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধোয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তখনই পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। তিনজন মিলে তাঁকে ধরাধরি করে মুখ বেঁধে দোতলায় নিয়ে যায়। সেখানে পরপর তিনজন মিলে ধর্ষণ করে। শুধু ধর্ষণ করাই নয় সেই দৃশ্য তারা মোবাইলের ক্যামেরাবন্দী করে রাখে।

পুলিশ জানিয়েছে, দু'জন ধর্ষণ করার পর তৃতীয় ব্যক্তি যখন ধর্ষণে লিপ্ত হয় তখনই ওই গৃহবধূ অচৈতন্য হয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসন্দারা জানান, শামিম বিভিন্ন ধরণের অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। তার কাছে দুষ্কৃতিদের আনাগোনা রয়েছে। এলাকায় সে দাদাগিরি করে। কাউকে পরোয়া করে না। উল্টে তাকেই সবাই ভয়ে এড়িয়ে চলে। সেই রাগে এলাকার বাসিন্দারা এদিন দলমত নির্বিশেষে শামিম ও তার বন্ধুদের ফাঁসির দাবিতে সরব হয়। ওই গৃহবধূকে চিকিৎসার জন্য এবং ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আদালতে গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করানোর জন্যও পুলিশ উদ্যোগ নিয়েছে।

অস্ত্র ও গাঁজাসহ গ্রেফতার পাঁচ

ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ বারাসাত কলেজের কাছে জড়ো হয়েছিল ওরা। সন্দেহভাজনভাবে তাদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। দীর্ঘক্ষণ নজরদারির পর পুলিশ সন্দেহভাজনদের পাকড়াও করে। ধৃতদের নাম, জাহাঙ্গির শেখ, জিয়ারুল গাজি, ইলিয়াম মোল্লা এবং আব্দুল রেজ্জাক। তাদের কাছ থেকে তিনটি পাইপগান, দুটি তাজা বোমা ও চার রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৭শে জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাসাতে।

জয়নগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা সম্ভবত ট্রেন থেকে নাম যাত্রীদের ছিনতাই বা এলাকায় বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। একই সময়ে দক্ষিণ বারাসাতের মোড়াকে হাবিবুল্লা মল্লিক নামে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়, ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চারজন দুষ্কৃতির মাথা এই হাবিবুল্লা। তার কাছ থেকে পাঁচ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। হাবিবুল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ এ ব্যাপারে খোঁজখবর চালাচ্ছে।

(গত সংখ্যার পর)

ইসলামী যুদ্ধনীতি

পবিত্র রায়

ইসলাম গ্রহণ করলেও তখনকার আরব্য সমাজ তাদের পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থার বহু কিছু মানসিকভাবে ত্যাগ করতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে কলহ ও মারামারি করলেও নারী এবং শিশুদের তারা কখনোই হত্যা করত না। প্রসঙ্গত ভারতীয় যুদ্ধনীতি মেনে তখনকার আরব্য সমাজ রাতে যুদ্ধ করত না। নবীজি যখন রাতের অন্ধকারে নারী ও শিশু হত্যার ভয় পেলেন এবং তার জন্য নবীজির কাছে তাদের বক্তব্য রাখলেন। এই হাদিসটি সহীহ মুসলিম শরীফের ৪৪১ নং হাদিসে লেখা আছে। সহীহ বোখারী শরীফের ২৭৯৪ নং হাদিসেও ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। মূল ঘটনাটি দুটি হাদিস গ্রন্থেই অনুরূপ। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণনাকারী সা'ব ইরণ জাচ্ছামা জানাচ্ছেন, রসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'যদি অশ্বারোহীরা রাতের আঁধারে আক্রমণ চালায় এবং তাতে মুশরিকদের শিশু সন্তান মারা যায়?' রসুলুল্লাহ উত্তর দিলেন, 'তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত।' অর্থাৎ কাফির বা মুশরিকদের শিশু হত্যায় কোন দোষ নেই। গণিমতের মাল যেমন হালাল ঠিক তেমনি মুশরিক-কাফিরদের শিশু হত্যাও হালাল বা বৈধ।

আবার বোখারী শরীফের ২৭৯৬ নং হাদিসটির রাবী হযরত ইবনে ওমর জানাচ্ছেন, ''রসুলুল্লাহ (স)-এর কোন এক যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন। আবু দাউদ শরীফের ২৬৬০ নং হাদিসে বিষয়টি একটু বিশদভাবে লেখা আছে। হযরত রিবাহ্ ইব্ন রাবী (রা) থেকে ২৬৬০ নং হাদিসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে আল্লাহর রসুল (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি কিছু লোককে এক স্থানে জমা হতে দেখেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং বলেন ঃ দেখতো এরা কি জন্য সেখানে জড় হয়েছে? তখন সে ব্যক্তি ফিরে এসে বলল ঃ তারা জনৈক মৃতা মহিলার পাশে জড় হয়েছে। তখন রসুলুল্লাহ বলেন, 'এ মহিলা তো কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি! একে মারা হল কেন?' তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ অগ্রবর্তী সেনাদলের সেনাধ্যক্ষ হলেন খালিদ ওয়ালিদ। তখন নবীজি এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে খালিদ কে বলে পাঠালেন ঃ মহিলা, মজদুর ও খাদিমদের যেন না মারে। এই হাদিসটি দেখিয়েই ইসলাম ধর্মীগণ দেখায় যুদ্ধে নারী ও শিশু হত্যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

আসলে পরপর যে দুটি হাদিস আলোচনা করা হল, দুটি হাদিসই পরস্পর বিরোধী। একটাতে বলা হচ্ছে নারী-শিশু হত্যা বৈধ, অন্যটিতে বলা হচ্ছে নারী-শিশু হত্যা নিষেধ। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নারী হত্যা নিষেধ করা হয়নি। শুধুমাত্র খালিদকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই হাদিস দুটি মুসলিমদের বহু প্রশ্নের সুরাহা করে দিয়েছে। শিশু-নারী হত্যা করে বলতে পারবে, ওটা অবৈধ কিছু নয়। আর নিজেদের অর্থাৎ মুসলিমদের নারী-শিশুদের হত্যা বলতে পারবে। এটা অন্যায়, কাফিরদের কাজ, ইসলাম নারী-শিশুদের হত্যা অনুমোদন করে না।

বিরুদ্ধবাদীদের অর্থনৈতিক উৎস ধ্বংস করে তাদের বিতাড়ন করা ও সম্পত্তি দখল করাটাও হযরত মোহাম্মদের একটা পরোক্ষ যুদ্ধনীতি। বনু নাযিরদের খেজুর বাগান জ্বালানো, তাদের পানির উৎস নষ্ট করা, ফলসহ গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছিল। তারপর বনু নাযিরদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি নবীজি ফাই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান কালে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের এইরূপ অত্যাচার করে তাড়ানো হচ্ছে এবং সম্পত্তিগুলো বিভিন্ন দাপুটে মুসলমানের ফাই হিসেবে গণ্য হচ্ছে। হাদিসটি বোখারী শরীফের ২৮০২ ও আবু দাউদশরীফের ৩৭৬৮ নং হাদিসে ঘটনাটির বর্ণনা সামান্য অন্যরকমের। হযরত আব্দুল্লা ইবন ওমর বর্ণনা করেছেন হাদিসটি। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স) বনু নাযির গোত্রের খেজুর বাগান কেটে জ্বালিয়ে দিলেন। আর ঐ ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্তালা কুরাণ পাকের এই আয়াতটি পাঠালেন, ''যে সকল খেজুর বৃক্ষ তোমরা কেটে ফেলেছ কিংবা যে গুলিকে তার কান্ডের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় রেখেছে, তা তো আল্লাহ্র নির্দেশানুরূপেই করেছ (কোঃ ৫৯ঃ৫)।'' বুঝা যায় বনু নাযিরদের খেজুর বাগান জ্বালানোর পর মুসলিম বাহিনীর বহু সৈনিকের মনে অপরাধ বোধ কাজ করছিল, কারণ হল তখনো পর্যন্ত তাদের অন্তরে সমস্ত মূল্যবোধ শেষ হয়ে যায়নি। নব্য মুসলিম এই হীনমন্যতা বোধকারীদের বাঁচানোর জন্য বা মোহাম্মদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত রাখার জন্য খোদা আয়াত পাঠালেন। শুধু এই ঘটনাই নয়, বিভিন্ন ঘটনার পরই নবীজির কর্মকান্ডকে আড়াল করার জন্য আল্লাহতালা বারে বারেই আয়াত পাঠিয়েছেন।

বনু নাযিরের উপর হামলার আলোচনা করার আগে বনু কাইনুকার উপর হামলা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। বনু কাইনুকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বেকার ঘটনার দিকে একটু আলোকপাত করা দরকার। মদিনার সব চাইতে সম্পদশালী ইহুদী গোত্র ছিল বনু কাইনুকারা। একদিন বনু কাইনুকার লোকদের বাজারে জড় করে মোহাম্মদ হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, তোমরা ইহুদীরা সব মুসলমান হয়ে যাও, না হলে আল্লাহ তোমাদের উপর চরম প্রতিশোধ নেবেন। উল্লেখ্য বনু কাইনুকার সমস্ত মানুষই মোহাম্মদের এই হুঁশিয়ারীকে অগ্রাহ্য করে। এর পরের ঘটনা হলো ৬২৪ সালের এপ্রিল মাসে মহিলাকে উত্যক্ত করার জন্য জনৈক মুসলিম যুবক কোন এক বনু কাইনুকার যুবককে খুন করে। আবার অন্য এক ইহুদি যুবক ঐ মুসলিম যুবকের মৃত্যু ঘটায়। এই ছুঁতোয় মোহাম্মদ বনু কাইনুকাদের অবরোধ করে এবং পনের দিন পর তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদের বেঁধে ফেলা হয় এবং হত্যার প্রস্তুতি শুরু করা হয়। সংখ্যায় বনু কাইনুকারা ৭০০/৮০০-এর মত ছিল। প্রসঙ্গতঃ বনু কাইনুকারা ছিল খায়রাজ গোত্রের মধ্যেই একটি উপগোষ্ঠী। খায়রাজ গোত্রের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন ওবাই। এই আব্দুল্লাহ্ কে মুসলিমরা ভন্ড মুসলিম বলেছেন। এই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা আলা আয়াতও পাঠিয়েছেন। এই ভদ্রলোকই মোহম্মদের কাছে কাকুতি মিনতি করেন কাইনুকাদের জীবন বাঁচানোর জন্য। যখন নবীজি আব্দুল্লা ইবন ওবাই এর কোন অনুরোধ মানলেন না, তখন মোহাম্মদের জোব্বার কলার ধরে বললেন, আমিও একজন মানুষ, এদের প্রতি সদয় আচরণ না করলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। অর্থাৎ খায়রাজ গোত্র নিয়ে মোহাম্মদের উপর যুদ্ধ করার হুমকি দিলেন আব্দুল্লা ইব্ন ওবাই। এবার কিন্তু কাজ হল। মোহাম্মদ বনু কাইনুকার সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়ে সিরিয়ায় নির্বাসিত করলেন। তাদের সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল।

বনু নাযিরের উপর মোহাম্মদ অভিযোগ তুললেন যে তারা মোহাম্মদকে পাথর ছুঁড়ে মারার পরিকল্পনা করেছিল। ৬২৫ সালের আগস্ট মাসে মোহম্মদ বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে দেশত্যাগ করার আদেশ দেন। বনু নাযির গোত্রের লোকেরা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করায় মোহাম্মদ এইরূপ আদেশ প্রদান করেন।

ক্রমশ...

হায়দ্রাবাদের পর পশ্চিমবঙ্গে ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা

দেশজুড়ে নাশকতার ছক কষেছে আইএস

হায়দাবাদে ধৃত আইএস জঙ্গিদের কলকাতার যোগসূত্র মিলল। গত ২৮শে জুন মঙ্গলবার রাত থেকে তল্লাশি চালিয়ে হায়দ্রাবাদের ১১টি জায়গায় পাঁচ আইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) গোয়েন্দারা। শুধু ইসলামিক স্টেট-এর ভাবধারা প্রচার নয়, বড় ধরণের নাশকতার ছকও তারা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। পশ্চিমবঙ্গকে আইএস ঘাঁটি গড়ে তোলা যায় কিনা তা নিয়েও তারা চিন্তাভাবনা করছে বলে ধৃতদের পান্ডা জানিয়েছে।

বেশ কয়েকমাস ধরে দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন আইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে ছিল পশ্চিমবঙ্গের আশিফ আহমেদ নামে এক ব্যক্তি। তাকে জেরা করে জানা যায়, হায়দাবাদ আইএসের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। উঠে আসে মহম্মদ ইব্রাহিম নামে এক জঙ্গির নাম। হায়দাবাদের ওই যুবকের সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেকদিনের। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইব্রাহিমের ভাইও এই সংগঠনের জড়িত। তাদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য হাতে আসার পরই তল্লাশি অভিযানে নামে এনআইএ। গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ ইলিয়াস, মহম্মদ ইব্রাহিম, হাবিব মহম্মদ, মহম্মদ ইরফান, আবদুল্লা বিন আহমেদ আল আমেদি সহ ১১ জনকে। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিস্ফোরক, দুটি পিস্তল, ২৩টি মোবাইল, ৩টি ল্যাপটপসহ গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। এনআইএ-এর এক অফিসার জানান, বড় ধরণের নাশকতার লক্ষ্যেই জঙ্গিরা এগোচ্ছিল। এদের টার্গেট ছিল কিছু ভিভিআইপি। কেনা হয়েছিল ছোট আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃতদের সঙ্গে ইরাক ও সিরিয়ার জঙ্গি নেতাদের কথাবার্তার প্রমাণ মিলেছে।

জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও বেশ কিছু চঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তাদের হামলার তালিকায় অন্যতম ছিল কলকাতার যুদ্ধ জাহাজ কারখানা গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই কারখানায় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ হয়। প্রায় বছর খানেক আগে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স থেকে গুপ্তচর মহম্মদ ইজাজ, ইরশাদ আনসারি, আসফাক আনসারি ও জাহাঙ্গির খান ধরা পড়েছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে কারখানার গোপন নথিসহ নকশাও জঙ্গিদের হাতে যেতে পারে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে একটা জোর ধাক্কা দিতেই সেখানে হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে সমস্ত অঞ্চলটি নিরাপত্তার ঘেরা টোপে বেঁধে ফেলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, জিআরএসই-তে বসানো হয়েছে ৬০টি সিসি টিভি। বসানো হচ্ছে ওয়াচ্ টাওয়ার। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে কারখনার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে। কারখানায় বসানো হচ্ছে বায়োমেট্রিক গেট।

এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তাদের ধারণা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আইএস ঘাঁটি তৈরি করেছে। ধৃতদের সূত্র ধরে গোয়েন্দারা তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। জঙ্গি বিনাশ লক্ষে ইতিমধ্যেই ভারত সরকার পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

জম্মু-কাশ্মীরে গুলি বিনিময়ে মৃত ১ জঙ্গি

জম্মু-কাশ্মীরের খুদ এলাকায় সিআরপিএফের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে মৃত্যু হল এক জঙ্গির আহত হয়েছেন তিন জওয়ানও। গত ১৩ই জুন, সোমবার শ্রীনগর থেকে জম্মুগামী একটি বাসকে তল্লাসির জন্য আটকায় সিআরপি-র জওয়ানরা। বাসেই ছিল দুই জঙ্গি। তাদের তল্লশি করতে গেলেই গুলি চালাতে শুরু করে। তবে উধমপুরের এসপি বলেছেন, 'উধমপুর জেলায় জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সড়কে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গিরা আক্রমণ করেছে।' সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, লড়াই এখনও চলছে। প্রবীণ পুলিশ আধিকারিকদের একটি দল ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। চলতি বছরে সেনা চৌকি আক্রমণের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। শনিবারই কুলগাঁও এলাকায় জঙ্গি আক্রমণে চার পুলিশ কর্মী আহত হন। এই নিয়ে গত দু সপ্তাহে পাঁচটি জঙ্গি আক্রমণের ঘটনা সামনে এল।

আসামে এখনও বাঙালি হিন্দুদের বিদেশী নোটিশ ধরানো হচ্ছে

আসামের হোজাই কেন্দ্র থেকে সদ্য নির্বাচিত বিজেপি এম.এল.এ. শিলাদিত্য দেব সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ করেন যে, আসামে এখনও বাঙালি হিন্দুদের বিদেশী নোটিশ ধরানো হচ্ছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র তাঁর হোজাই কেন্দ্রেই গত একমাসে সাত হাজারেরও বেশি বাঙালি হিন্দুকে বিদেশী নাগরিক নোটিশ ধরিয়ে ট্রাইব্যুনালে তলব করা হয়েছে। অথচ পাশের মুসলিম অধ্যুষিত যমুনামুখ বিধানসভা কেন্দ্রে গত একমাসে মাত্র ৬৮০ সংখ্যালঘুর নামে বিদেশী নোটিশ জারি করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতারা বারবার ঘোষণা করেছেন যে বাংলাদেশ থেকে আগত সেদেশে নিপীড়িত হিন্দুদেরকে ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। অথচ এখন তার বিপরীত কাজ হচ্ছে বলে আসামের বাঙালি হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

পাবনায় কুপিয়ে খুন হিন্দু পুরোহিত

গত ১০ই জুন বাংলাদেশের পাবনায় এক হিন্দু পুরোহিতকে খুন করলো মুসলিম জঙ্গিরা। সেবাইত নিত্যরঞ্জন পান্ডে পাবনার হেমায়েতপুরের শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গ আশ্রমে পুরোহিত ছিল। তিনি প্রায় ৩৮ বছর ধরে এই আশ্রমের সেবক ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ভোরে রাস্তায় হাঁটতে বেড়িয়ে ছিলেন নিত্যরঞ্জন পান্ডে। তখন ভোর সাড়ে ৫টা হবে। তিনি যখন পাবনা মানসিক হাসপাতালের উত্তরপাশে প্রধান গেটের কাছে আসেন তখন দুর্বৃত্তরা পিছন থেকে তাঁর ঘাড়ে ও মাথায় এলোপাথারি কোপ মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান নিত্যরঞ্জন পান্ডে।

অনুকূল আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক যুগল কিশোর ঘোষ জানান, নিত্যারঞ্জন খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর কোন শত্রু ছিল না। কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হল, তার কোন কারণ তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। সারা দেশে বিধর্মীদের ধারাবাহিক হত্যাকান্ড চলছে তারই অংশ হিসাবে এই হত্যাকান্ড হতে পারে বলে তাঁর অনুমান। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে পথে নামেন। দোষীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে তারা পথ অবরোধ করেন। সারা বিশ্ব এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের নিন্দায় মুখর হয়েছে।

বাংলাদেশে এক মাসের মধ্যে দুজন হিন্দু পুরোহিত ও সেবায়েতের হত্যার শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার খুন। গত ১লা জুলাই, শুক্রবার খুন হলেন ঝিনাইদহে গোঁসাই শ্যামানন্দ দাস (৫০)। ঢাকার থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে এই ঝিনাইদহ। ওখানকার শ্রীশ্রী রাধামদন গোপাল মঠের সেবায়েত ছিলেন নিহত শ্যামানন্দ দাস।

বিশেষ সূত্রের খবর থেকে জানা যায়, শ্যামানন্দ গোঁসাই ওইদিন ভোর পাঁচটার সময় মঠ থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশের গাছ থেকে ফুল তুলছিলেন। ঠিক সেই সময় তিনজন সন্ত্রাসী মোটরবাইকে করে এসে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে চলে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় শ্যামানন্দ দাসকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন ডাক্তাররা।

গত দুই বছর ধরে প্রতিনিয়ত এই হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। একের পর এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকেই মন্দিরে পূজা-অর্চনা করতে ভয় পাচ্ছেন। পূজারীরাও আতঙ্কিত।

ঝিনাইদহে ৩৬৫ মন্দিরে পূজা বন্ধ ঃ আতঙ্কে পুরোহিত ও ভক্তকূল

ঝিনাইদহে পুরোহিত আন্নদ গোপাল গাঙ্গুলীকে গলা কেটে হত্যার পর থেকে ভয়ে আছেন বেশির ভাগ মন্দিরের পুরোহিত। জেলার ৩৬৫ টি মন্দিরে পূজা-আর্চা বন্ধ হয়ে গেছে। যদি প্রশাসন বলছে ভয়ের কিছু নেই। তারা মন্দির ও পুরোহিতদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সমস্ত রকম চেষ্টা করছে।

ঝিনাইদহ শহরের মহিষাভাঙা এলাকার মন্দিরগুলোতে দিনের বেশিরভাগ সময় পূজা-আর্চা হত। ব্যস্ত থাকতেন পুরোহিতরা। ভক্তবৃন্দের আনাগোনায় মুখরিত থাকত মন্দির প্রাঙ্গণ। কিন্তু পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলীকে হত্যার পর থেকে বদলে গেছে স্বাভাবিক পরিবেশ। আতঙ্কে আছেন মন্দিরের পুরোহিতরা এবং পূজা দিতেও আসছেন না ভক্তরা। নিরাপত্তার অভাবে অনেক হিন্দু পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে আসতে চাইছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারগুলোর বক্তব্য, তারা ভিটেমাটি বিক্রি না করেই ভারতে পাড়ি দিতে চাইছে। কারণ এদেশে তাদের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই। তবে তাদের আতঙ্কিত না হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন জেলা পুলিশ প্রশাসন। একইসাথে তাদের নিরাপত্তা বাড়ানোর আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

এবার রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সন্ন্যাসীকে আইএস পরিচয়ে হত্যার হুমকি

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি কায়দায় হামলা চলাকালীন আইএসের নামে চিঠি এলো ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে। মিশনের প্রধান সন্ন্যাসী স্বামী সদানন্দকে ধর্মপ্রচারে নিষেধ করে চাপাতিতে কুপিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৫ ই জুন, বুধবার সন্ধ্যায় কম্পিউটার টাইপ ও হাতের লেখায় হুমকি সম্বলিত চিঠিটি মিশনে আসে বলে ওয়ারি থানায় করা এক সাধারণ ডায়েরিতে (জিডি) অভিযোগে করেছেন ওই ধর্মগুরু। থানায় এসআই মনির আহমেদ বলেন, রাত ৯টার দিকে মিশনের ওই ধর্মগুরু হত্যার হুমকি পাওয়ার কথা জানিয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন।

''চিঠির উপরের অংশে কম্পিউটার টাইপের মাধ্যমে 'ইসলামিক স্টেট অব বাংলাদেশ, চান্দনা চৌরাস্তা ঈদগাঁও মার্কেট, গাজীপুর মহানগর' লেখা রয়েছে''।

এসআই মনির আরও জানান, '' চিঠিতে ওই ধর্মগুরুর উদ্দেশ্যে বলা হয়, 'বাংলাদেশ একটি ইসলামী রাষ্ট্র, এখানে ধর্মপ্রচার করতে পারবি না। ধর্মপ্রচার করা হলে ২০ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে তোকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হবে'। কোন মাসের ২০ থেকে ৩০ তারিখ সে বিষয়ে চিঠিতে কিছু উল্লেখ নেই।

রামকৃষ্ণ মিশনের ওই ধর্মগুরুর নামে আসা চিঠিটির খামের ওপরে প্রেরকের ঠিকানায় 'এ বি সিদ্দিক, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ধানমন্ডি, ঢাকা' রয়েছে।

পুলিশ সদস্য মনির বলেন, থানায় জিডির পর রামকৃষ্ণ মিশনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা মিশন পরিদর্শন করেছেন।

সম্প্রতি কয়েকটি স্থানে হিন্দু পুরোহিত হত্যাকান্ডের পর আইএস কিংবা আল কায়দার নামে বিবৃতি এলেও আন্তর্জাতিক এই জঙ্গি দল দুটির সংগঠিত তৎপরতা বাংলাদেশে নেই বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, স্বামী সদানন্দ ঢাকা থেকে কলকাতা চলে এসেছেন।

ঢাকায় ভারতীয় জাল নোটসহ ধৃত দাউদের শাগরেদ

১০ ই জুন, (শুক্রবার) সকালে ঢাকার হজরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ভারতীয় জাল নোটসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। কম্বল এবং বালিশের ভিতরে নিয়ে আসা হচ্ছিল ওই নোটগুলি। বাংলাদেশের কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডাইরেক্টরেটের (সিআইআইডি) গোয়েন্দারা নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে শারজা থেকে এয়ার আরবিয়ার বিমানে আসা ওই যাত্রীকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃত যাত্রী বাংলাদেশের ফেনির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবুল বাশার।

দীর্ঘ জেরায় সিআইআইডি জেনেছে, আবুল বাশার পাকিস্তানের করাচি থেকে শারজা হয়ে ঢাকায় আসে। দাউদ ইব্রাহিম কাসকরের 'ডি-কোম্পানি'র ক্যারিয়ার হিসাবেই ওই জাল নোট শারজা থেকে সংগ্রহ করেছিল সে। তবে তা বহন করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ডি-কোম্পানির কাছ থেকে মিলেছিল করাচিতেই। এর আগেও একই কায়দায় ভারতীয় জাল নোট বিমানে ঢাকায় আনা হয়েছে বলে জেরায় বাশার স্বীকার করেছে। জাল নোট কারবারে দুবাইয়ে দাউদের ম্যানেজার হাদিজ ইকবাল ওরফে ইকবাল কানা ওরফে মালিক ভাই। তার প্রধান এজেন্ট সৈয়দ মহম্মদ সফি ওরফে শেখ সফির কাছ থেকে ভারতীয় জাল নোট সংগ্রহ করেছিল বলে বাশার জানিয়েছে। বিমানবন্দরে তাকে নিতে আসা মইনুল নামে এক গাড়ির চালককেও সিআইআইডি গ্রেপ্তার করেছে। ভারতীয় জাল নোটের কনসাইনমেন্ট আটকের গোটা বিষয়টি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে (এআইএ) জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। প্রসঙ্গত, দু'দেশের গোয়েন্দাদের মধ্যে জাল নোট কারবারের অপরাধী ও অপরাধের তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। যার পোশাকি নাম মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রিটি (এমলাট)। তার প্রেক্ষিতে জাল নোট কারবার সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য নিমেষেই চলে আসছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে।

এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকার এই বিমানবন্দরে পাকিস্তান থেকে আসা অপর এক বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে মিলেছিল ১.২৮ কোটি টাকার ভারতীয় জাল নোট। তার দু' দিন আগে চট্টগ্রাম বন্দরে এক কন্টেনারের ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছিল পৌনে তিন লাখ টাকার ভারতীয় জাল নোট। ওই দুটি ঘটনার তদন্তে গত বছর অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ গিয়েছিল এনআইএ-র সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জাল নোট সড়কপথে ঢাকা থেকে মালদহ সীমান্ত লাগোয়া চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার কাইজারহাটের স্ট্যাক ইয়ার্ডে মজুত করার পরিকল্পনা ছিল ডি-কোম্পানির। তদন্তকারীরা বলছেন, এই মুহূর্তে দুবাইয়ের ছাপাখানায় ভারতীয় জাল নোট ছাপিয়ে কাতার এয়ারওয়েজ, গালফ এয়ার, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এবং এয়ার আরবিয়ার বিমানে তা ঢাকায় পাঠাচ্ছে দাউদ বাহিনী।

ট্রলারে তুলে মা-মেয়েকে গণধর্ষণ

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক মা ও মেয়েকে জোর করে ট্রলারে তুলে নিয়ে নদীতে ঘুরে ঘুরে পালাক্রমে গণধর্ষণ করেছে যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা। ১১ই জুন, শনিবার রাতে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার তেঁতুলিয়া নদী এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। একটা পর্যায়ে মা-মেয়ের চিৎকারে আশেপাশের জেলেরা তাদের উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় নির্যাতিতা মহিলার স্বামী পরিতোষ চন্দ্রবর্ধন বাউফল থানায় এক মামলা দায়ের করে। পুলিশ নূর আলম নামে স্বেচ্ছাসেবী লীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে। উর্দিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে নাজিরপুর ইউনিয়নের এক নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন।

ঘটনার শিকার মহিলা সাংবাদিকদের জানান, শনিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি (৩৪) ও তার মেয়ে (১৭) ভাড়া গাড়ি করে একই উপজেলার কানাইয়া ইউপির শৌলা নূরজাহান গার্ডেনে ঘুরতে যান। সেখানে বিকাল পর্যন্ত কাটিয়ে একইভাবে ভাড়ার মোটর সাইকেলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। নির্যাতিতা মহিলা জানান, মোটর সাইকেল চালক তাদের বাড়ির পথে না নিয়ে পাশ্ববর্তী তেঁতুলিয়া নদীর পাড়ে নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। সেই সময় ৬ জন লোক জোর করে তাদের ট্রলারে তুলে নদীর মাঝখানে নিয়ে যায়। এই সময় মা ও মেয়েকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে দুর্বৃত্তরা। রাত ১১টা পর্যন্ত এই অত্যাচার চলে। একটা সময় মা ও মেয়ের চিৎকারে মৎসজীবী ২০-২৫ জন ট্রলার ঘিরে ধরে চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করে। প্রায় সকলে পালিয়ে গেলেও নূর আলমকে আটক করে জেলেরা। ট্রলার থেকে উদ্ধার হয় মা-মেয়ে।

জেরায় নূর আলম জানায়, সে ধর্ষণ করেনি। সোহেল (৩২), রহিম মীর (৩৫) প্রকৃত দোষী। এরা সবাই যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মী। পুলিশ এদের সকলের নামে মামলা দায়ের করলেও মূল অপরাধীরা এখনও অধরা।

এবার বাংলাদেশে জেহাদি আক্রমণ

রক্তাক্ত ঢাকার গুলশন এলাকা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশনের জনপ্রিয় স্প্যানিশ রেস্তোরাঁ হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গী হানায় নিহত হল অন্ততঃ ২৮ জন পুরুষ ও মহিলা। প্রায় ১২ ঘণ্টা লড়াই করে সেনা কমান্ডোরা রেস্তোরাঁটি জঙ্গি মুক্ত করে। লাড়াইয়ে ছয় জঙ্গি এবং দুইজন পুলিশ মারা যায়।

শুক্রবার রাত পৌনে আটটা নাগাদ গুলশনের কূটনৈতিক এলাকায় অবস্থিত অভিজাত স্প্যানিশ রেস্তোরাঁটিতে জঙ্গি হানা ঘটে। তখন ছিল এশারের নামাজের সময়। জঙ্গিরা নামাজ না পড়ে মানুষ হত্যা করতে হোলি আর্টিজান বেকারিতে ঢুকে ৩৫ জন দেশি-বিদেশী নাগরিককে পণবন্দী করে। জঙ্গিরা সংখ্যায় ছিল ছয়জন। পণবন্দীদের তারা কোরণের আয়াত পড়তে বলে। বলতে না পারলেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কোপানো হয়েছে। মেয়েদের হিজাব নেই কেন?—এমন প্রশ্ন তুলে অত্যাচার থেকে তাদেরও রেহাই দেয়নি জঙ্গিরা। ভারতীয় মেয়ে তারিশি জৈন নৃশংসভাবে খুন হন জঙ্গিদের হাতে। অন্যদেরও একইরকম নৃশংসভাবে খুন করে জঙ্গিরা। রাতের অন্ধকারে ২০ জন পণবন্দিকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশী। তারিশি জৈন ছাড়া বাকিরা ৯ জন ইতালিয়, ৭ জন জাপানি এবং একজন মার্কিন নাগরিক।

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে সেনা নামানো হয় গুলশন এলাকায়। ইতিমধ্যে জঙ্গিদের রুখতে গিয়ে তাদের ছোঁড়া বোমা ও গুলিতে মারা গিয়েছেন বনানী থানার ওসি সালাউদ্দিন আহমেদ ও সহকারী কমিশনার রবিউল ইসলাম। সেনারা এলাকাটি ঘিরে ফেলার পরও অভিযান চালাতে ইতঃস্ততঃ করেন। কারণ ভিতরে পণবন্দীদের অবস্থা কী বা কতজনকে জঙ্গিরা হত্যা করেছে তার কোন খবর তাদের কাছে ছিল না। এইসময় জঙ্গিদের দাবি জানতে চাইলে তারা একটি বার্তায় তিনটি দাবীর কথা জানায়—এক, মাদারিপুরে কলেজ শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীর ওপর হামলার দায়ে শুক্রবারই ঢাকা থেকে গ্রেফতার হওয়া জেএমবি (জামাতুল মুজাহিদিন) নেতা খালিদ সাইফুল্লাকে মুক্তি দিতে হবে। দুই, রেস্তোরাঁ থেকে তাদের নিরাপদে ফিরে যেতে দিতে হবে। এবং তিন, এই হানাদারিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অভিযান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

এর কোনটিই বাংলাদেশ সরকার মানতে রাজি ছিল না। ততক্ষণে সময়ও অনেকটা চলে গেছে। অবশেষে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে শুরু হয় সেনা অভিযান 'অপারেশন থান্ডারবোল্ট'। রেস্তোরাঁর পিছন দিকের দেওয়াল ভেঙে তারা ভেতরে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় গুলির লড়াই। ৭টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে প্রথম দফায় নারী ও শিশুসহ ৬ জনকে উদ্ধার করা হয়। সাড়ে আটটার মধ্যে ছয়জন জঙ্গিকেই খতম করতে সক্ষম হয় সেনা। ৮টা ৪৫ মিনিটের ১৩ জন পণবন্দীকে উদ্ধার করে বাইরে বেরিয়ে এসে অভিযান শেষ কথা ঘোষণা করে। একইসঙ্গে ২০ জন মৃত পণবন্দীর ও জঙ্গির দেহও উদ্ধার করা হয়। অপারেশন শেষ করে সেনারা সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলে সাধারণ মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। একই সঙ্গে ২০ জন পণবন্দীকে। শোকের ছায়া নেমে আসে সারা বিশ্বে। সর্বত্রই এই জঙ্গি হানার তীব্র নিন্দা করা হয়।

তদন্তে প্রকাশ, হামলাকারী জঙ্গীরা সকলেই বাংলাদেশেরই নাগরিক এবং ধনী পরিবারের সন্তান ও ভালো স্কুলকলেজে পড়া ছাত্র। এরা আবার জাকির নায়েকের ভাষণ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

তদন্তে আরও জানা গেছে, ভারতীয় জেহাদি জঙ্গীদের সঙ্গে এই ঢাকা আক্রমণের সংযোগ আছে। খাগড়াগড় কাণ্ডের নায়ক কউসর এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। ঢাকা কাণ্ডের অন্যতম চক্রান্তকারী হিসাবে তার নাম উঠে আসছে। এই ঘটনা তাই ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির জন্য গভীর চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। সকলেরই মনে আশঙ্কা ঢাকার পর কি কলকাতা?

হিন্দু সংখ্যালঘু উত্তর দিনাজপুর জেলায়

ইসলামপুরে ভাঙা হল রথ, চোপরা বাজার ও হিন্দু গ্রাম লুণ্ঠিত

গত ৬ই জুলাই, বুধবার রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার ইসলামপুরের রামগঞ্জ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রথ বের হওয়ার সময় একদল বহিরাগত মুসলমানরা ঢুকে হামলার চেষ্টা করে। প্রথমে দুইপক্ষের মধ্যে বচসা হয়। মুসলমানরা দাবি করে এখন রমজান চলছে, ঢাকঢোল পিটিয়ে কাঁসর বাজিয়ে রথ নিয়ে যাওয়া যাবে না। হিন্দুরাও প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। তাদের ধর্মীয় হস্তক্ষেপে মুসলমানের নজরদারী তারা বরদাস্ত করবে না বলে জানায়। তারপরই উপস্থিত দুপক্ষের লোকজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। বহিরাগত মুসলমানেরা রথ ভেঙে দেয়। তারা আগে থেকেই লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। বলা যেতে পারে পা পা লাগিয়ে ঝগড়া করে হিন্দুদের ধর্মীয় আঘাত করাটাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তা থেকেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

মুসলমানদের এই হামলায় স্থানীয় হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা ভাঙা রথ নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে এবং স্থানীয় মুসলমানদের দেখে নেবে বলে দাবি করে। এই ঘটনার মাসুল দিতে হয় কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে। কয়েকজন হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করে প্রতিবেশীরা।

প্রতিবাদে ৩৯ নম্বর সড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ইসলামপুর থানার পুলিশবাহিনী। কিন্তু ক্ষিপ্ত হিন্দুরা তাদের ঘিরে ধরে

বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। যে মুসলিম দুষ্কৃতিরা এমন কাণ্ড ঘটালো অবিলম্বে তাদের গ্রেফতারের দাবি তোলা হয়। অবস্থা ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে নামানো হয় কমব্যাট ফোর্স। এদিকে এই ঘটনার প্রভাবে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়ায়। ৭ জুলাইচোপরা বাজারের প্রায় সমস্ত হিন্দু দোকান লুট হয়েছে। বড় বড় কয়েকটি দোকান যেগুলো লুট হয়েছে—বড় চালের গোড়াউন, গ্যাসের দোকান, একটা সিমেন্ট-হার্ডওয়ারের দোকান, সোনার দোকান, কাপড়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, মুদিখানার দোকান। নৈনিতাল কলোনিতে প্রায় সমস্ত হিন্দু বাড়ি লুট হয়েছে। আনুমানিক ১.৫ থেকে ২ কোটি টাকার মাল লুটপাট হয়েছে।

সকালে হরিপদ দেবনাথ নামে একজনকে প্রচণ্ড মারধোর করে। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও দুজন হিন্দুর গায়ে গুলি লাগে (এ খবরের সত্যতা জানা যায়নি)। একজন পুলিশও আহত হয়েছে। সেখান থেকেও সংঘর্ষের খবর এই প্রতিবেদকের কাছে এসেছে।

রমজান পালন নিষিদ্ধ করল চিন সরকার

ধর্মের জন্যে কি ভাঙন ধরতে চলেছে পাকিস্তান-চিনের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে?

চিনের মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশে রমজানের উপবাসে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। আর তাতেই ঘুম ছুটল পাকিস্তানের। এমন কোন নিষেধাজ্ঞা সত্যি চাপানো হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে চিন উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল পাকিস্তানের ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রকের প্রতিনিধি দল। কেন চিন কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ করেছে, তা জানার চেষ্টা হবে। জানা গিয়েছে, দলটিতে রয়েছেন, ডিরেক্টর জেনারেল নূর ইসলাম শাহ ও ফয়সল মসজিদের প্রধান মৌলবি জিয়াউর রহমান।

সংবাদে প্রকাশ, জিনজিয়াং-এর সরকারি আমলা, পড়ুয়া, বাচ্চাদের রমজানের সময় উপবাস করা নিষিদ্ধ করেছে চিন। রমজানের শুরুতেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পাকিস্তানে এ খবরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। আর তা খতিয়ে দেখতেই বেজিং পাড়ি পাকদলের। যদিও চিনি সরকার এ কথা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। চিন সরকার জানিয়েছে, তাদের সংবিধানে সব ধর্মের ধর্মাচারণের সমান অধিকার আছে। প্রসঙ্গত চিনে ২ কোটি মুসলমান বাস করে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই চিনের ইউঘুর প্রদেশে মুসলিমদের ধর্মাচারণে বাধা দেয় স্থানীয় প্রশাসন। এমন কি স্থানীয় মসজিদের ইমামদেরও ধর্মাচারণের জন্য শাস্তিও দেয়। এ খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্তান আর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। সরেজমিনে তদন্ত করতে তারা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে চিনে।

হিন্দু সংহতি-র আহ্বানে প্রতি বছরের মত এবারেও

১৬ই আগস্ট সাড়ম্বরে পালিত হবে

হিন্দুবীর **গোপাল মুখার্জী স্মরণ দিবস**

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas, Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686